ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-188 ■ 17 April, 2025 ■ আগরতলা ১৭ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ৩ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় ইডিকে ব্যবহার করছে মোদী

প্রতিবাদে ইডি অফিস ঘেরাও করল রাজ্য কংগ্রেস, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / উদয়পুর, ১৬ এপ্রিল।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ইডিকে ব্যবহার করছে। পাশাপাশি, বিজেপি সরকার সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ ইডি অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। ওই বিক্ষোভকে ঘিরে পুলিশ এবং কংগ্রেস নেতা কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। তাতে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, গভীরভাবে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সড়ক সুরক্ষা নিয়ে বৈঠকে

বেআইনি ভাবে যান চলাচল ও পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ম লাগু হবে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় প্রতিনিয়ত অনিয়ন্ত্রিতভাবে যান চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি, শহরের বিভিন্ন জায়গায় বেআইনিভাবে গাড়ি পাকিং করানো হয়। তাতে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় যান দুর্ঘটনা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে প্রশাসনের। আজ রাজধানীর সোনার তরী গেস্ট হাউসে সড়ক সুরক্ষার বিষয়ে এক বৈঠকে এমনটাই জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর এই কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আজকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রীদেব বলেন, আজকের বৈঠক মূলত দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার কমানোর জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সহ জেলার জন্য সড়ক নিরাপত্তা কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা। পাশাপাশি, এদিন সড়ক দুর্ঘটনার কারণ চিহ্নিতকরণ ও অধ্যয়ন করা, সড়ক নিরাপত্তা মান বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, বেআইনিভাবে যান চলাচল এবং পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফ থেকে কঠোরভাবে নিয়ম লাগু হবে। তাছাড়া, জনগনের মধ্যে সড়ক সুরক্ষার সর্তকতা আনতে যুবাদের এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে ইমার্জেন্সি সরকার চলছে ঃ সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। বর্তমানে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার নেই। সেখানে ইমার্জেন্সি সরকার চলছে। তাঁদের কথায় দুনিয়া চলে না। আজ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইমার্জেন্সি সরকার চলছে। তাঁরা ইমার্জেন্সির মতই কথা বলবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে ৪.৫ কোটির ইয়াবা উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আন্তঃদেশীয় মাদক পাচার রুখতে বড় সাফল্য অর্জন করল সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (স্কছচ)। ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত এনসি নগর সীমান্ত চৌকির জওয়ানরা মঙ্গলবার গভীর রাতে বিশেষ গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করে।

সীমান্ত এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে বিএসএফ সদস্যরা অভিযানে নামে। চ্যালেঞ্জ করতেই পাচারকারীরা পালিয়ে যায় এবং ভারতের ভূখণ্ডে ফেলে যায় মাদকের প্যাকেটগুলি।

অভিযানের পর তল্লাশিতে উদ্ধার হয় ২১টি প্যাকেটে মোট ৪৩, ৮০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। একইদিনে ত্রিপুরা সীমান্তের অন্যান্য স্থান থেকেও বিএসএফ সদস্যরা ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৬০৪ টাকার অন্যান্য চোরাচালান সামগ্রী জব্দ করেন। বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিমাসে নিয়ম করে জেলাশাসক ও এসপিকে

এলাকা পরিদর্শন ও জনগনের সমস্যা নিরসনে উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। রাজ্যের উন্নয়ন, জনগণের অভাব অভিযোগ এবং সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ

প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের প্রতিমাসে নিয়ম করে অন্যান্য দপ্তরের জেলাপর্যায়ের আধিকারিকদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শন ও জনগণের সমস্যা নিরসনে উদ্যোগী হতে হবে। কোথাও কোন ঘাটতি থাকলে উদ্ভুত সমস্যার নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দিয়েছেন। আজ সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ৮ জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার সহ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, আইন শৃঙ্খলা ও জনগণের অভাব অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়ন, জনগণের অভাব অভিযোগ এবং সমস্যাগুলি কিভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় সেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি বাজারে ট্রাফিকের বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। রাজধানীর জিবি বাজার এলাকায় আজ সকালবেলা ট্রাফিক পুলিশ বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে সঠিক নিয়ম না মেনে পার্ক করা একাধিক মোটরবাইক উচ্ছেদ করা হয়। ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, শহরে যানজট নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং চলাচলে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই ধরনের অভিযান নিয়মিত চালানো হচ্ছে। জনৈক ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিক জানান, "আমাদের লক্ষ্য শহরকে যতটা সম্ভব যানজটমুক্ত রাখা। তাই যেসব যানবাহন নিয়ম ভেঙে পার্ক করা হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।" শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাতেও এমন অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি পুলিশ নগরবাসীকে ট্রাফিক নিয়ম মেনে গাড়ি পার্ক করার আহ্বান জানিয়েছে।

গাছ ভেঙে মর্মান্তিক মৃত্যু রেগার দুই শ্রমিকের, আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। রেগার কাজের সময় গাছ ভেঙে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে দুই শ্রমিকের। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন। ওই ঘটনায় আমবাসা ব্লকের নাইলাহাবাড়িতে তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নববর্ষে বিদ্যুৎহীন কল্যাণপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৬ এপ্রিল।। নববর্ষে উৎসবের বদলে এক অভূতপূর্ব দুর্ভোগের মুখে পড়লো গোটা কল্যাণপুর। মঙ্গলবার বিকেল চারটে থেকে টানা ১৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন অবস্থায় কাটাতে বাধ্য হল এই মিনি শহর। নববর্ষের দিনে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় সাধারণ মানুষের জীবন কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন বহু বাসিন্দা। জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেল চারটের পর বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয় কল্যাণপুর। তা ফের আসে বুধবার সকাল দশটা নাগাদ, কিন্তু তা-ও সাময়িক। দুপুর বারোটার মধ্যেই ফের বিদ্যুৎ চলে যায়।

কল্যাণপুর বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার নন্দন দেবনাথ জানিয়েছেন, ঝড় ও বৃষ্টির কারণে ধলাবিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর মারে আহত বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ এপ্রিল।। স্বামীর বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়ে বর্তমানে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন জোসনা বেগম নামের এক গৃহবধূ।

পুলিশ জানিয়েছে, ফটিকরায় থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর সারসিমা সাব সেন্টার

পরিদর্শন ও রিভিউ মিটিং করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ এপ্রিল।। ভারত সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও সার্বজনীন বণ্টন এবং সমাজকল্যাণ ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী বি. এল. বার্মা আজ সন্ধ্যা ৫:৩০ টায় দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ার উত্তর সারসিমা সাব-সেন্টার পরিদর্শন করেন। ১৬-১৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের নির্ধারিত সফরসূচির অংশ হিসেবে তাঁর এই সফর অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী শ্রী বার্মার সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, মহকুমার স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি।

এই সফরে তিনি উত্তর সারসিমা হেলথ সাব-সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি, স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কেও খতিয়ে দেখেন তিনি। পরিদর্শন শেষে সন্ধ্যা ৭টায় বিলোনিয়া সার্কিট হাউজে জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে এক রিভিউ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেন প্রতিমন্ত্রী। বৈঠকে জেলার সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির রূপায়ণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

নববর্ষে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। বাংলা নববর্ষের দিন রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। চাঞ্চল্যকর ওই ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত মেলা পাথরের রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় হয়েছে। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত কৃষ্ণপুরের নতুন বাজার এলাকার রাধামোহন বিশ্বাসের ছেলে বিশ্বজিৎ পেশায় একজন দিনমজুর। এদিকে গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের লোকজনদের দাবি হচ্ছে সোমবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ বিশ্বজিৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে রাতের কোন একটা ট্রেনে করে নাকি আগরতলা যাবে।

পরিবারের লোকজনদের বক্তব্য, অনুযায়ী তাদের জানা মতে বাড়িতে কোন প্রকারের অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা ছিল না কিন্তু তারপরেও এভাবে ২৫ বছরের তরতাজা এক যুবকের রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর পেছনে কোন না কোন কারণ রয়েছে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী ৩ দিন বজ্রবৃষ্টি ও ঝড়ের সম্ভাবনা, হলুদ সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। ত্রিপুরাজুড়ে আগামী তিন দিন বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর। আগামী বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) থেকে শনিবার (২০ এপ্রিল) পর্যন্ত এই সতর্কতা বলবৎ থাকবে। এর জেরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত ও ঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে বলে জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সতর্কতার প্রথম দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, উত্তর ত্রিপুরা এবং উনোকোটি জেলার একাধিক স্থানে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া সহ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সতর্কতার দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ শুক্রবার, পরিস্থিতি আরও গুরুতর হতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। উত্তর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাঁসফাঁস গরমে স্বস্তির বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। তীব্র গরমের হাঁসফাঁস কাটিয়ে অবশেষে সোমবার দুপুরের বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস নিয়েছে রাজ্যবাসী।

গত কয়েকদিন ধরে তীব্র দাবদাহে মানুষ নাজেহাল পরিস্থিতি শিকার হচ্ছিল। এবছরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে গিয়ে ঠেকেছে। অবশেষে আজ দুপুরে তীব্র তাপপ্রবাহের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে রাজ্যবাসী। প্রসঙ্গত, আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৫.৫ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। আগামীকাল সর্বোচ্চ ৩২ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ত্রিপুরায় অধিকাংশ জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

শালবাগানে ঝুলন্ত মৃতদেহ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ এপ্রিল।। উদয়পুরেজর গর্জিতে পুলিশ ফাঁড়ি অন্তর্গত নাতিন টিলা এলাকায় এক শালবাগান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা সকালে শালবাগানে গিয়ে প্রথমে মৃতদেহটি দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে গর্জি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দেহটি উদ্ধার করে।

উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাস জানিয়েছেন, মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়লো নাগিছড়া ফুড পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে নাগিছড়া মেগা ফুড পার্ক।ধারণা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনেই পুড়েছে পার্ক। এই নিয়ে চর্তুথবার আগুনে পুড়েছে পার্ক। ওই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। খবর দিয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার বিবরনে দমকলকর্মী জানিয়েছেন, গতকাল দুপুরে নাগিছড়া মেগা ফুড পার্কের উল্টোদিকের জঙ্গলে আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পেয়ে চিৎকার চেচামেচি শুরু করেন কর্মীরা। সাথে সাথে তাঁরা দমকল কর্মীদের খবর দিয়েছেন। এলাকাবাসী ও দমকলকর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। সাথে সাথে মহারাজগঞ্জ বাজার এবং রাণীরবাজারের দমকলেট দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নববর্ষে লক্ষী নারায়ণ বাড়িতে দর্শনার্থীদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। বাংলা ক্যালেন্ডারে প্রথম দিন। আজকের দিন বাঙালির কাছে উৎসব স্বরূপ। এদিন নববর্ষ উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবছরও সকাল সকাল আগরতলা লক্ষী নারায়ণ বাড়িতে হালখাতার ভিড় দেখা যায়। একই সঙ্গে ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধির জন্য লক্ষ্মী গণেশের পুজো করালেন অনেকেই।

সকাল থেকেই আগরতলা লক্ষী নারায়ণ বাড়ির চত্বরে উপচে পড়া ভিড় ছিল সাধারণ মানুষের। পাশাপাশি ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি কামনায় খাতা পুজোর জন্যও দর্শনার্থীদের ভিড়। পরিবারের মঙ্গল কামনায় কেউ পুজো দিচ্ছেন, কেউ আবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ২০২৫ ইং
৩ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জনগণই সুপ্রিম

আইনের উর্ধর্ে কেউ নন। আইনকে মান্যতা দেওয়াই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম উপায়। ভারতীয় সংবিধানে ঝাড়ুদার হইতে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত একই আইনের আওতায়। এইবার বিল সইয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির জন্য বাধিয়া দেওয়া হইল সময়সীমা। এমনকী, উক্ত দু'জনের সই ছাড়া আইনে পরিণত হইল দশটি বিল। সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকে বোঝা গেল, জনতার ঊর্ধর্ে কেউই নন। আগামী দিনে এই রায় বহাল থাকিলে পোক্ত হইবে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো।বিল সইয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার রায় শুধু ঐতিহাসিকই নয়, যুগান্তকারীও। এই রায়ের ফলে রাষ্ট্রপতিও আর বিচারের ঊর্ধর্ে রইলেন না। তিনিও জবাবদিহিতে বাধ্য থাকিবেন। তাহার 'নিষ্ক্রিয়তা' প্রশ্নবিদ্ধ হইবে। শুধু তাই নয়, স্বাধীন ভারতে এ-যাবৎ যাহা হয়নি, এই প্রথম তাহা-ও হইয়া গেল। রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির সই ছাড়াই আইনে পরিণত হইল দশ-দশটি বিল। অভূতপূর্ব এই রায় স্তম্ভিত করিয়াছে সবাইকে। বিহ্বলতা কাটাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারও ভাবিতেছে, কত দ্রুত রিভিউ পিটিশন দাখিল করা যায়।রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের দ্বন্দ্বের ইতিহাস বহু প্রাচীন। এ-দেশে রাজ্যপালের নিয়োগ সর্বদাই কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুযায়ী। কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্ক মধুর না হইলে রাজ্যপালকে ঢাল করিয়া কেন্দ্র তাহার ইচ্ছা চাপাইয়া দেয় রাজ্যের উপর। সেই লড়াইয়ে প্রায় সবসময়ই জয় হইয়াছে কেন্দ্রের। কখনও ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে রাজ্য সরকার, কখনও সৃষ্টি হইয়াছে প্রশাসনিক অচলাবস্থা। তামিলনাড়ু, কেরল বা পশ্চিমবঙ্গে এখনও যাহা ঘটিয়া চলিয়াছে, তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আদর্শ বিজ্ঞাপন বলিয়া অবশ্যই বিবেচিত হইবে না।রাজ্যপালের খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু সরকারই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ
হইয়াছিল। হওয়ার কারণও ছিল। কেরলের লোক
হইলেও তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল এন. রবি ছিলেন বিহার ক্যাডারের আইপিএস। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোয় থাকাকালীন তিনি নজরে পড়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। মোদিও অমিত শাহ নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল পদ থেকে সরিয়ে রবিকে বসিয়েছিলেন তামিলনাড়ুতে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে। তিন মাস কাটিতে না-কাটিতেই খিটমিট লাগিয়া গেল মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্ট্যালিনের সঙ্গে। সম্পর্কের সেই নিম্নগামিতা দিন দিন তীব্রতর হইয়াছে। এতটাই যে, সাড়ে তিন বছর ধরে রাজ্য বিধানসভায় পাস হওয়া দশটি বিল সই না করিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই বিলগুলোর মধ্যে ন'টি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপালের বদলে মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করিবার বিধান দেওয়া আছে। কোথাও বলা হইয়াছে, আচার্য থাকিবেন রাজ্যপালই। তবে আলংকারিক। উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে রাজ্য সরকারের হাতে। রাজ্যপাল রবি ওই দশটি বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাইয়া চুপটি করিয়া বসিয়াছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট সেই অচলাবস্থার অবসান ঘটানোর পাশাপাশি যে-রায় দিয়াছে, পুনর্বিবেচনার পর আগামী দিনে তাহা বহাল থাকিলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আরও পোক্ত হইবে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কও হইবে আরও স্বাভাবিক।

সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতি দু'জনের ক্ষেত্রেই বিল নিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কেউ-ই অনির্দিষ্টকাল বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। রাজ্যপালের ক্ষমতা আছে আপত্তি নির্দিষ্ট করিয়া যে কোনও বিল বিধানসভায় ফেরত পাঠানোর। কিন্তু সেই বিল দ্বিতীয়বার ফেরত এ
আসিলে তিনি সই করিতে বাধ্য থাকিবেন। তিন মাসের মধ্যে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। প্রয়োজন বোধ করিলে রাজ্যপাল বিবেচনার জন্য কোনও বিল রাষ্ট্রপতির কাছেও পাঠাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকেও তিন মাসের মধ্যে সম্মতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। অনন্তকাল কেউই নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিবেন না।

হাইপারসনিক মিসাইলের এলিট ক্লাবে ঢুকে পড়ল ভারত

অসীম সুর চৌধুরী

গত ১৬ নভেম্বর (২০২৪) দিনটাকে ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে একটা মাইলফলক বলা যেতে পারে। ওই দিন সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে ওড়িশার ড: এপিজে আবদুল কালাম দ্বীপ থেকে সফলভাবে দূরপাল্লার হাইপারসনিক মিসাইলের পরীক্ষা করা হল। এর ফলে ভারত হল পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ দেশ যারা য় এই বিশেষ ধরনের মিসাইল উৎক্ষেপনের ক্ষমতা অর্জন করল। এর আগে মাত্র তিনটে দেশ রাশিয়া, চিন আমেরিকা ওই হাইপারসনিক তৈরির ক্লাবে নাম লিখিয়েছে। কিন্তু কি এই হাইপারসনিক মিসাইল? এটা নিয়ে এতো হৈচৈ বা হচ্ছে কেন? অন্যান্য। মিসাইলের সাথে পার্থক্য কোথায়? এই ব্যাপারে আলোচনা করার আগে, মিসাইল সম্বন্ধে একটু গোড়া থেকে জেনে নিই। সোজা কথায় বলতে গেলে কোনও বস্তুকে লক্ষ্যের দিকে ছুড়ে মারলে সেই বস্তুটাকে 'মিসাইল' বা 'নির্দেশিত ক্ষেপণতন্ত্র' হচ্ছে এমন একটা যান্ত্রিক অস্ত্র যা নিয়ন্ত্রিতভাবে কোনও লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণটা মিসাইলের ভেতর থেকে হতে পারে আবার দূর থেকে ও করা যেতে পারে। আধুনিক মিসাইলের প্রথম ব্যবহার হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জামার্নির দ্বারা। এদের ব্যবহৃত প্রথম মিসাইল 'ভি-২ রকেট'র এর আবিস্কার ছিলেন 'ওয়ালানার ভন বারউন'। ১৯৪৪ সালে নাৎসী বাহিনী প্রথম এই 'ভি-২ রকেট' এর সাহায্যে ৯০০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক লন্ডন শহরের বুকে নিক্ষেপ করে ছিল। এরপর নানা দেশ নানা সময়ে নানা রকম মিসাইল ব্যবহার করেছে এবং এখনও তার পরস্পরা চলছে।

বৈশিষ্ট্য অনুসারে মিসাইলকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন, কোথা থেকে ছোড়া হবে, কত দূরত্ব যাবে, কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, গতিপথ কেমন হবে ইত্যাদি। এদের মধ্যে গতিপথ অনুসারে মিসাইলকে দুভাগে ভাগ করা হয়। ১) ব্যালেস্টিক মিসাইল এবং ২) ক্রুজ মিসাইল। এদের চরিত্রের মধ্যে প্রধান পার্তক্য হচ্ছে দুটো। প্রথমত, ব্যালেস্টিক মিসাইল পৃথিবীর বায়ু মণ্ডল ভেদ করে উপরে উঠে তারপর আবার বায়ু মণ্ডলের ভিতরে প্রবেশ করে কিন্তু ক্রুজ মিসাইলের গতিপথ সবসময় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থাকে কখনো বাইরে যায় না। দ্বিতীয়ত, ব্যালেস্টিকের পাল্লা ১২০০০ কিমি বা তার বেশি হতে পারে কিন্তু ক্রুজের ক্ষেত্রে সাধারণত দূরত্বটা ৫০০ কিমিচির ভেতরে রাখা হয়। ভারতের পৃথ্বী, ধনুস, অগ্নি- এরা সবাই ব্যালেস্টিক মিসাইল। আর পৃথিবী বিখ্যাত দ্রুত গতির মিসাইল 'ব্রহ্মস' হচ্ছে ক্রুজ পরিবারের অন্তর্গত। আবার ক্রুজ মিসাইলকে গতিবেগ অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা হয়- (ক) সাবসনিক: আমরা জানি, শব্দ বাতাসে প্রায় ৩৪৩ মিটার প্রতি সেকেন্ড গতিতে ছোটে। বড় এককে এটা পরিবর্তন করলে দাঁড়ায় ১২৩৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা। এর থেকে গতিবেগে যে সব মিসাইল ছোটে তাদের "সাবসনিক" বলে। ভারতের ক্রুজ মিসাইল "নির্ভয়" এই গোত্রের। (খ) সপারসনিক: এই শেণির মিসাইলগুলোর গতিবেগ শব্দের থেকে বেশি। ব্রহ্মস ব্লক ১. ২. ৩ এরা সবাই সুপার সনিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। (গ) হাইপারসনিক: শব্দের থেকে পাঁচগুন বা তার বেশি গতিতে ছোটে যে সব মিসাইল তাদের হাইপারসনিক বলে। ভারতের ব্রহ্মস-২ (এখনো বানানো চলছে। এই শ্রেণিতে পড়ে, যার সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ২.৭৪ কিমি। অর্থাৎ শব্দের চয়ে ৮ গুন বেশি বেগে এটা ছুটে যাবে। শুরুটা করেছিল রাশিয়া। ওই দেশের প্রেসিডেন্ট মি: পুতিন ২০১৮ সালের মার্চ মাসে সারা পৃথিবীকে চমকে দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা এমন একটা হাইপারসনিক ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে চলেছেন যা কারও কাছে নেই। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া তা করেও দেখাল। সেকেন্ডে ৯.২২ কিমি বেগে চলা "অ্যাভেনগার্ড" নামের এই হাইপারসনিক মিসাইল ৬০০০ কিমি দূরের এক লক্ষ্যবস্তুকে সফলভাবে আঘাত করে। দুই মেগাটন ওজনের একটা পারমানবিক বোমাও অনায়াসে এই ক্ষেপনাস্ত্রের মাথায় লাগিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু রাশিয়ার এই সাফল্য দেখে তার চির প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকাও হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিল না। ২০২১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারাও "রেথিটন" নামে এক হাইপারসনিক মিসাইল পরীক্ষা করল, যা শব্দের চেয়ে পাঁচগুন বেশি গতিতে ছুটতে পারে। এদিকে চিন কোনও কিছুই প্রকাশ্যে বলে না। সবতাতেই রাখঢাক। ২০২১ এর মাঝামাঝি সময়ে গোপনে হাইপারসনিক ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছিল। কিন্তু খবরটা চেপে রাখা যায়নি। ব্রিটেনের নামকরা সংবাদপত্র। "ফিন্যালসিয়াল টাইমস" এ সংবাদটা ফাঁস হয়ে যায়। এছাড়া আরো কিছু দেশ রয়েছে যারা হাইপারসনিক মিসাইল তৈরির প্রতিযোগিতায় সামিল। প্রথমেই নাম করতে হয় উত্তর কোরিয়ার। তারপর ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইরান ও ইজরাইল ও এই দৌড়ে রয়েছে।

> বর্তমানে শক্তিধর দেশগুলোর হাতে মিসাইলের ভাণ্ডার রয়েছে। তবে প্রযুক্তিগত ভাবে সেগুলো প্রায় একই রকম। এগুলো ঠেকাবার কৌশলও তাদের হাতে রয়েছে। কিন্তু শব্দের চেয়ে ৫ থেকে ২০ গুন বেশি বেগে চলা এই ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরোধ করার কোনও প্রযুক্তিই আবিষ্কৃত হয়নি। যতই অত্যাধুনিক র‍্যাডার হোক কিংবা উপগ্রহের নজরদারি, হাইপারসনিক সবাইকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তার উপর এর মাথায় পারমানবিক বোমা বসানোর ব্যবস্থা রয়েছে, যা যে কোনও যুদ্ধের মোড় ঘুড়িয়ে দিতে পারে। তাই এই প্রতিযোগিতায় যে এগিয়ে থাকবে, শক্তির ভারসাম্যের পাল্লা তার দিকে পড়বে।

কিন্তু উন্নত দেশগুলোর কাছে তো ঝুড়ি ঝুড়ি ক্ষেপনাস্ত্র রয়েছে, তাহলে এই নতুন হাইপারসনিক মিসাইল বানাবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কেন? কারণ হাইপারসনিক প্রযুক্তিটা একেবারেই অন্যরকম। চিরাচরিত মিসাইলগুলো গতিপথ সবসময় অধিবৃত্তাকার বা প্যারাবোলিক হয়। তাই প্রচলিত মিসাইলগুলো উৎক্ষেপনের পর এক সম্ভাব্য গতিপথ আগে থেকেই অনুমান করা যায়। অত্যাধুনিক রেডার ও স্যাটেলাইটের সাহায্যে নিখুঁত হিসাব কষে মিসাইলকে নিমেষে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ কয়েকটা দেশের হাতেই রয়েছে। কিন্তু এই নতুন হাইপারসনিক মিসাইলের গতিপথ আগে থেকে অনুমান করা একেবারেই অসম্ভব। এরা যে কোনও সময় গতিপথ পরিবর্তন করে আঁকাবাঁকা পথে চলতে পারে। এখনকার প্রচলিত ক্ষেপনাস্ত্রের মতো অধিবৃত্তাকার পথে চলে না বলে এরা কোন দিকে যাবে তা আগে ভাগে অনুমান করা একেবারেই অসম্ভব। মাটি থেকে অনেক কম উচ্চতায় প্রচণ্ড গতিতে ছুটে লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে পারে। একেবারে নীচ দিয়ে যাওার সময় শত্রুর র‍্যাডারে ধরা পড়া প্রায় অসম্ভব। আর যদি দেখাও যায় তবে একে রোখা মুশকিল এর দূরন্ত গতির কারণে। সদ্য পরীক্ষা করা ভারতীয় হাইপারসনিক মিসাইলের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি সেটাই এবার দেখা যাক। (১) শব্দের থেকে ছয়গুন বেশি বেগে এরা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে পারে। অর্থাৎ তখন এই মিসাইলের গতিবেগ থাকবে প্রতি সেকেন্ডে ২ কিমি। (২) এই হাইপারসনিক ১৫০০ কিমি দূর পর্যন্ত হামলা চালাতে পারবে। অর্থাৎ পাকিস্তান ও চিনের প্রায় বেশির ভাগ শহর এর আওতায় চলে আসবে। (৩) মাটি থেকে খুব কম উচ্চতায় উড়তে পারে। তাই শত্রুর অত্যাধুনিক র‍্যাডারও একে নজরে আনতে ব্যর্থ হবে। (৪) চিরাচরিত বা পরমানু অস্ত্র, যাই হোক না কেন সবই এই হাইপারসনিক ক্ষেপনাস্ত্র বহন করতে পারবে। (৫) এতে রয়েছে অত্যাধুনিক ট্রাকিং ব্যবস্থা যা লক্ষ্য বস্তুকে নিখুঁতভাবে আঘাত করতে পারবে। কিন্তু এই হাইপারসনিক মিসাইল বানাবার প্রতিযোগিতা শুরু হল কেন? বর্তমানে শক্তিধর দেশগুলোর হাতে মিসাইলের ভাণ্ডার রয়েছে। তবে প্রযুক্তিগত ভাবে সেগুলো প্রায় একই রকম। এগুলো ঠেকাবার কৌশলও তাদের হাতে রয়েছে। কিন্তু শব্দের চেয়ে ৫ থেকে ২০ গুন বেশি বেগে চলা এই ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরোধ করার কোনও প্রযুক্তিই আবিষ্কৃত হয়নি। যতই অত্যাধুনিক র‍্যাডার হোক কিংবা উপগ্রহের নজরদারি, হাইপারসনিক সবাইকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তার উপর এর মাথায় পারমানবিক বোমা বসানোর ব্যবস্থা রয়েছে, যা যে কোনও যুদ্ধের মোড় ঘুড়িয়ে দিতে পারে। তাই এই প্রতিযোগিতায় যে এগিয়ে থাকবে, শক্তির ভারসাম্যের পাল্লা তার দিকে পড়বে। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

শরীরে কোন বিষয়গুলো ঘটলে মানুষ হঠাৎ করে মারা যায়?

জীবনে চলার পথে আমরা অনেক সময় মানুষকে বলতে শুনি, 'ইশ! লোকটা হঠাৎ করে মরে গেল!' অনেক সময় আমরা শুনি যে কেউ হয়তো ঘুমের মাঝেই 'হঠাৎ করে' মারা গেছেন। কোনও প্রকার পূর্বসংকেত না থাকায় এগুলোকে আমাদের কাছে 'হঠাৎ করে মারা যাওয়া' তথা অপ্রত্যাশিত মৃত্যু মনে হলেও চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী এর সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ আছে।

মানুষ এভাবে মারা যায় মূলত কিছু শারীরবৃত্তীয় ব্যর্থতার কারণে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক আর শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যাগুলো হঠাৎ মৃত্যুর পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। এই প্রতিবেদনে এমন কিছু বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, যা হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও মেডিকেল জার্নালের তথ্য বিশ্লেষণ করে এর প্রতিকার নিয়েও বলা হয়েছে।

হৃদরোগ- মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ হৃৎপিণ্ড। হৃদপিণ্ডের চেয়ে হার্ট শব্দটিই আমাদের কাছে চেনা এখন। হার্ট বা হৃদযন্ত্রের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য হার্টে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ দরকার হয়। হার্টে রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালী যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে যদি রক্ত হার্টে পৌঁছাতে না পারে, তাহলে হার্টের মাংসপেশিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছায় না। আর তখনই হয় হার্ট অ্যাটাক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. খান আবুল কালাম আজাদ বলেন, "হয় কার্ডিয়াক ফেইলিউরে, অথবা রেস্পিরেটরি ফেইলিউরে মারা যাবে।" অর্থাৎ, হঠাৎ মৃত্যুর পিছনে ওই দু'টোর যে কোনও একটি কারণ থাকবেই। ডা. আজাদ বলছিলেন, হার্টের পেশীগুলো অকার্যকর হয়ে গেলে হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে। অথবা, হৃদস্পন্দন কমে গেলে কিংবা ধমনী ব্লক হয়ে গেলেও মানুষ তৎক্ষণাৎ মারা যেতে পারে। তিনি জানান, হার্ট অ্যাটাক বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার কয়েক মিনিটের মাঝে যদি রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া না হয়, তাহলে তা নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের তথ্য অনুযায়ী, হার্ট অ্যাটাকের মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সিপিআর বা কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন দিলে রোগীর বেঁচে যাওয়ার কিছুটা হলেও সম্ভাবনা থাকে। সিপিআর বিশ্ব জুড়ে বহুল প্রচলিত এক জরুরি চিকিৎসা পদ্ধতি। কেউ অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারালে, তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে বা শ্বাস প্রশ্বাস চালু না থাকলে, সেই ব্যক্তিকে সিপিআর দিতে হয়। তবে হার্ট অ্যাটাকের কিছু লক্ষণ রয়েছে যেগুলো দেখা দিলে দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। এসব লক্ষণগুলো হচ্ছে— বুকের মাঝ বরাবর ব্যথা, বুকের মাঝ বরাবর ব্যথা, কাশি ও শ্বাসকষ্ট, এবং বমি বমি ভাব ও বমি। বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন। রেস্পিরেটরি ফেইলিউর হঠাৎ মৃত্যুর আরেকটি খুব সাধারণ কারণ হলো রেস্পিরেটরি ফেইলিউর বা শ্বাসযন্ত্রের ব্যর্থতা। আমাদের শ্বাসযন্ত্র যখন পর্যাপ্ত অক্সিজেন গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় অথবা, শরীর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড যথাযথভাবে বের করতে পারে না, তখন এই জটিলতা তৈরি হয়। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের তথ্য অনুযায়ী, এটি চিহ্নিত করার কিছু পূর্ব লক্ষণ আছে। যেমন— শ্বাসকষ্ট বা দ্রুত শ্বাস নেওয়া, ঠোঁট বা আঙুলের ডগা নীল হয়ে যাওয়া, ক্লান্তি, বিভ্রান্তি, অজ্ঞান হয়ে পড়া, অতিরিক্ত ঘাম, অস্থির বোধ করা, মাথা ব্যথা, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। ডা. আজাদ বলেন, এ ক্ষেত্রে "প্রতিটা মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে ভালো হয়, রোগীকে ছয় মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে এনে ব্যবস্থা নিতে পারলে। কিন্তু সেটি তো সম্ভব না।" প্রথমত, এত অল্প সময়ের মাঝে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব। আর আনলেও প্রাথমিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে সমস্যা চিহ্নিত করতেও অনেকটা সময় চলে যায়। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক বলছে, যদি দ্রুত চিকিৎসা না হয়, তাহলে এটি প্রাণঘাতী হতে পারে। যারা এই সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়, তাদের প্রতি তিন জনের মাঝে একজন মৃত্যুবরণ করে।

পালমোনারি এম্বোলিজমঃ- হঠাৎ মৃত্যুর আরেকটি বড় কারণ হলো পালমোনারি এম্বোলিজম বা ফুসফুসে রক্ত জমাট বাঁধা। উদাহরণ হিসাবে ডা. আজাদ বলেন, "অনেক সময় দেখবেন যে কেউ নামাজে সিজদা করতে গিয়ে পড়ে গেছেন এবং মারা গেছেন। এরকম অবস্থাকে বলে পালমোনারি এম্বোলিজম।" এর অর্থ, "ফুসফুসের রক্তনালী ব্লক হয়ে গেছে।" ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের তথ্য অনুযায়ী, দ্রুত চিকিৎসা না করালে পালমোনারি এম্বোলিজমের কারণে হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ফলে মৃত্যুও হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের তথ্য বলছে, প্রায় ৩৩ শতাংশ পালমোনারি এম্বোলিজমে আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসা শুরু করার আগেই মারা যায়। বিশ্বব্যাপী হার্ট ও রক্তনালীর যেসব সাধারণ রোগ আছে, এটি সেগুলোর অন্যতম। হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের পরেই হলো পালমোনারি এম্বোলিজমের স্থান। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বছরে নয় লাখ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে শরীরে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন— হঠাৎ করে শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস চলা, প্রচুর ঘাম হওয়া, চিন্তিত বোধ করা, অজ্ঞান হওয়া ইত্যাদি। পাশাপাশি কারও কারও বুক, বাহু, পিঠ, কাঁধ, গলা অথবা চোয়ালে তীব্র ব্যথা হতে পারে। ব্যথার তীব্রতা এত বেশি যে প্রতিবার শ্বাস নেওয়ার সাথে সাথে তা বাড়তে থাকে। যারা ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, বা অন্যান্য হার্টের ব্যাধিতে আক্রান্ত কিংবা যাদের পরিবারে রক্ত জমাট বাঁধাসহ এসব রোগের ইতিহাস আছে, তারা পালমোনারি এম্বোলিজমে আক্রান্তের ঝুঁকিতে থাকে।

এছাড়া, বয়স যদি ৬০ বছরের বেশি হয় বা কারও ওজন যদি অতিরিক্ত হয়, তাহলে তারাও ঝুঁকিতে থাকে।

স্ট্রোক

স্ট্রোকের সাথে অনেকে হার্ট অ্যাটাককে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু দু'টি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা।

স্ট্রোক মূলত মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত হানে। ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মস্তিষ্কের কোনও অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে মস্তিষ্কের কোষগুলো মরে গেলে স্ট্রোক হয়। এই স্ট্রোক বিশেষত হেমোরেজিক স্ট্রোক, হঠাৎ মৃত্যুর আরেকটি প্রধান কারণ। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য শরীরের প্রতিটি কোষে রক্ত সঞ্চালন প্রয়োজন। কারণ এই রক্তের মাধ্যমেই শরীরের কোষে কোষে অক্সিজেন পৌঁছায়। কোনও কারণে মস্তিষ্কের কোষে যদি রক্ত সঞ্চালন বাধাগ্রস্ত হয়, রক্তনালী বন্ধ হয়ে যায় বা ছিঁড়ে যায় তখনই স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা না গেলে রোগীর পঙ্গুত্বের পাশাপাশি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। স্ট্রোকের লক্ষণ একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম হয়। অনেকে স্ট্রোক হওয়ার কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হয়ে যান। এ কারণে আর চিকিৎসকের কাছে যেতে চান না।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম এর আগে বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, কারও মধ্যে স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপণ না করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।স্ট্রোকের লক্ষণগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো--- আচমকা শরীরের কোনও একটা দিক অবশ হয়ে যাওয়া, চোখে ঝাপসা/অন্ধকার দেখা, কথা বলতে অসুবিধা হওয়া বা কথা জড়িয়ে যাওয়া, হঠাৎ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাজ পড়ার মতো তীব্র মাথাব্যথা, জিহ্বা অসাড় হয়ে মুখ বেঁকে যাওয়া, শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়া/জ্ঞান হারানো, বমি বমি ভাব, বমি, খিঁচুনি, ইত্যাদি। এ ধরণের লক্ষণ দেখা দিলে রোগীকে বিছানায় বা মেঝেতে কাত করে শুইয়ে দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে, দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বব্যাপী যত অসংক্রামক ব্যাধি আছে, সেগুলোর মধ্যে মৃত্যুর দিক থেকে হৃদরোগের পরেই স্ট্রোকের অবস্থান। উন্নত বিশ্বের তুলনায় নিম্ন আয়ের দেশে স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি বলে মত সংস্থাটির। প্রতিরোধের উপায় কী? হঠাৎ মৃত্যু অনেক কারণে হতে পারে এবং একেক কারণের জন্য সমাধানও একেক রকম।

তবে সামগ্রিকভাবে বললে এর একমাত্র সমাধান সুশৃঙ্খল জীবন, বলছিলেন ডা. আজাদ।

তিনি বলেন, "যেগুলোর কথা বলা হলো, এই অবস্থাগুলো একবার হলে বার বার হয়। তাই, ধরা পড়ার সাথে সাথে সতর্কতা নেওয়া যেতে পারে। তবে অনেক সময় সতর্ক থাকলেও মারা যেতে পারে।"

ডাক্তাররা এই হঠাৎ মৃত্যু'র বিষয়গুলো নিয়ে খুব ভয়ে থাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "কারণ এসবের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর আর্টিফিশিয়াল লাইফ সাপোর্ট প্রয়োজন হয়।"

কিন্তু বেশিরভাগ রোগীই সেই সুবিধাটা পায় না। ফলে, অপ্রত্যাশিত মৃত্যু নেমে আসে।

তবে এই পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয়, সেজন্য তিনি সুশৃঙ্খল জীবনাচরণের প্রতি জোর দিয়েছেন। "নিয়ম সবার জন্য সমান। যার ডায়াবেটিস আছে, তার জন্যও যা নিয়ম, হার্টের রোগীর জন্যও একই নিয়ম। তা হলো— ডিসিপ্লিনড লাইফস্টাইল, ব্যালেন্সড ডায়েট, এক্সারসাইজ।" সেইসাথে, ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছেন সবাইকে তিনি। তিনি আরও বলেছেন যে শরীরের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যও ঠিক রাখতে হবে। অর্থাৎ, "ইমোশনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।"

তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রোগী শেষ মুহূর্তে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু এর পরিবর্তে সমস্যা বড় হওয়ার আগেই, অর্থাৎ শুরুতেই চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা দরকার।

পহেলা বৈশাখে স্বল্পমূল্যে মাছ পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ, সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানালেন এলাকাবাসী

বক্সনগর, ১৬ এপ্রিল: পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে কলম চৌড়া মৎস্য চারা উৎপাদন সংস্থার উদ্যোগে স্বল্পমূল্যে মাছ বিক্রির আয়োজন করে সরকার। এই উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষ। মাত্র ১৬০ থেকে ১৮০ টাকা প্রতি কেজি দরে রুই, কাতল, মৃগেলসহ বিভিন্ন প্রজাতির ১২৫ কেজি মাছ বিক্রি হয় মঙ্গলবার।

জানা গেছে, কলম চৌড়া মৎস্য উৎপাদন সংস্থা প্রতিবছর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে পহেলা বৈশাখ, পৌষ সংক্রান্তি ও বিজয় দশমীতেস্বল্পমূল্যে মাছ সরবরাহ করে থাকে। এবারের বৈশাখেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

মৎস্য কেন্দ্রের অফিস ইনচার্জ বিমল সাহা জানান, 'এই বছর ১২৫ কেজি মাছ আমরা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। প্রায় বিশ হাজার টাকার বেশি বিক্রি হয়েছে। সরকারের পরিকাঠামোগত সহায়তা পেলে উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব, ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন।'

স্থানীয় বাসিন্দা কাজল সরকার, দীপালী দাস, ধনবাসী সরকার, মনিরুল ইসলাম, কালু সরকার ও কৃষ্ণ সাহার মতো সাধারণ মানুষদের বক্তব্য, বাজারে মাছের দামের চড়া চাপের মধ্যে এমন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য।

তাঁরা বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ, বাজারে ৪০০-৫০০ টাকার মাছ কেনা সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারি ফার্ম থেকে কম দামে মাছ পেয়ে আমরা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করতে পারছি, এটাই আমাদের আনন্দ।'

স্থানীয়দের দাবি, সরকার যেন কলম চৌড়া মৎস্য উৎপাদন সংস্থার প্রতি বিশেষ নজর দেয় এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। এতে সরকার যেমন লাভবান হবে, তেমনি সাধারণ মানুষও উপকৃত হবে।

এদিনের উদ্যোগে গোটা বক্সনগর তথা কলম চৌড়া এলাকায় আনন্দের হাওয়া বইছে। পহেলা বৈশাখে এমন এক ব্যতিক্রমী ও মানবিক উপহার পেয়ে সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

আফগানিস্তানে ৫.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প, কম্পন অনুভূত দিল্লিতেও

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। বুধবার ভোর ৪.৪৩ মিনিট নাগাদ ৫.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালা অঞ্চলে। আফগানিস্তানে অনুভূত হওয়া এই ভূমিকম্প টের পাওয়া যায় রাজধানী দিল্লিতেও। ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের (ইমএসসি) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বুধবার ভোর ৪.৪৪ মিনিট নাগাদ (ভারতীয় সময়) কম্পন অনুভূত হয় আফগানিস্তানে।

ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল আফগানিস্তানের বাঘনাল থেকে ১৬৪ কিলোমিটার পূর্বে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার গভীরে। আবার জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে ৪২৮ কিলোমিটার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। আফগানিস্তানে হওয়া ভূমিকম্পের রেশ দিল্লিতে অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি আইন প্রণয়ন নিয়ে সারা ভারত সেভ এডুকেশনের সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

উত্তরসূরি হিসেবে বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নাম প্রস্তাব সঞ্জীব খান্নার

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): উত্তরসূরি হিসেবে বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নাম প্রস্তাব প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না প্রথা অনুযায়ী, বিচারপতি বি আর গাভাইকে নিজের উত্তরসূরি তথা ৫২-তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে প্রস্তাব করেছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আইন মন্ত্রককে সুপারিশটি পাঠানো হয়েছে। বিচারপতি গাভাই বর্তমানে প্রধান বিচারপতি খান্নার পর সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি।

গত ১১ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। ৬ মাসের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। এবার নিজের উত্তরসূরি হিসেবে বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নাম প্রস্তাব করেছেন সঞ্জীব খান্না।

উত্তর ভারতে হলুদ সতর্কতা গরমে অতিষ্ঠ রাজস্থান ও গুজরাট

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর ভারতে তীব্র তাপপ্রবাহ ও অত্যধিক গরমের পূর্বাভাস জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং আরও সাতটি রাজ্যে আগামী দিনগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও রাজস্থান ও গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় তীব্র থেকে তীব্রতর তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করেছে আইএমডি।

পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, রাজস্থানে আগামী ১৮ ও ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। গুজরাটের ক্ষেত্রে আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত তাপের দাপট বজায় থাকবে। আইএমডি জানিয়েছে, দিল্লি-এনসিআর-সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে, ১৬ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবের সম্ভাবনা রয়েছে, ১৮ এবং ১৯ এপ্রিল বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮ থেকে ২০ এপ্রিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমভূমিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার ওঠানামা অব্যাহত। বুধবার ফের কলকাতায় বাড়ল নূন্যতম তাপমাত্রা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতেই ফের অস্বস্তি বাড়ছে। তবে, আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পূর্বাভাস ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে ক্ষেত্রে ১৬-১৭ এপ্রিল সমস্ত জেলার কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

ইডি-র মতো একটি দফতর বাতিল করা উচিত অখিলেশ যাদব

ভুবনেশ্বর, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ইডি-র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ইডি-র চার্জশিট পেশ প্রসঙ্গে অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'কংগ্রেস নিজেই এই ইডি আইন তৈরি করেছিল। সেই সময় অনেক দল এর বিরোধিতা করেছিল, কংগ্রেসকে বলেছিল, আপনারা এমন একটি আইন আনছেন যা শেষ পর্যন্ত আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। মহারাষ্ট্রে বিজেপির বিরুদ্ধে থাকা যে কোনও নেতা ইডি, সিবিআই এবং আয়কর বিভাগের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আমি যথেষ্ট বুঝতে পেরেছি, ইডির মতো একটি দফতর বাতিল করা উচিত। আমি কংগ্রেসকেও একই কথা বলতে বলব। ইডি থাকার অর্থ হল আপনি আয়কর বিভাগ বা জিএসটির মতো আপনার নিজস্ব সংস্থাগুলিকেও বিশ্বাস করছেন না।'

কংগ্রেস এখন চরম সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার আদালতে চার্জশিট দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই প্রথম বার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। এই চার্জশিটের প্রেক্ষাপটে ক্ষোভে ফুঁসছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। পাল্টা কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। তাঁর কটাক্ষ, কংগ্রেস এখন চরম সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে।

বুধবার সকালে দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'কংগ্রেস দল এখন সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে, তাঁরা দাবি করছে যে তাঁদের দেশজুড়ে প্রতিবাদ করার অধিকার আছে। যদিও তাঁদের অবশ্যই প্রতিবাদ করার অধিকার আছে, তবে ন্যাশনাল হেরাল্ডকে দেওয়া সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অধিকার তাঁদের নেই। আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে করিয়ে দিতে দিন। ন্যাশনাল হেরাল্ড ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর ৫,০০০ শেয়ারহোল্ডার শেয়ার কিনেছিলেন। এটি কখনই নেহেরু পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না এবং এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, অনেক বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কংগ্রেস নেতা এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছিলেন।'

রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, 'ন্যাশনাল হেরাল্ডের গল্পটি বেশ শক্তিশালী। আমাদের গবেষণা টিম এটি খতিয়ে দেখছিল এবং আমরা দেখতে পেলাম যে, সর্দার প্যাটেল উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, বলেছিলেন যে যে ধরণের লোকদের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হচ্ছে তারা উপযুক্ত নয় - এটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। এরা ছিলেন সম্মানিত কংগ্রেস নেতা এবং আমাদের কাছে সমস্ত চিঠি আছে। এমনকি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্র ভানু গুপ্তও এর জন্য উল্লেখযোগ্য তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি একজন সিনিয়র নেতা ছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এই সংবাদপত্রটি জাতির কণ্ঠস্বর হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি নেহেরু এবং তার পরিবারের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। এটি এমন কিছু নয় যা আমরা বলছি - এটি কংগ্রেস নেতারা নিজেরাই বলছেন এবং এটি সবই রেকর্ডে আছে। সর্দার প্যাটেল বা চন্দ্র ভানু গুপ্ত, এটি সবই নথিভুক্ত। তাই এর অতীত এবং বর্তমান উভয়ই বলে দিচ্ছে।'

এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একগুচ্ছ প্রশ্ন করলেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। মুর্শিদাবাদে হিংসা নিয়েও বিঁধলেন মমতাকে। বুধবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কিছু বড় প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। প্রথমত, যদি ওয়াকফ বোর্ডে, কেন্দ্রে এবং সমস্ত রাজ্যে মহিলাদের স্থান দেওয়া হচ্ছে, তাহলে কি আপনার কোনও সমস্যা আছে? দ্বিতীয়ত, যদি ওয়াকফ বোর্ডে পিছিয়ে পড়া মুসলিমরা প্রতিনিধিত্ব পাচ্ছে, তাহলে কি আপনার কোনও সমস্যা আছে? তৃতীয়ত, ওয়াকফের নামে দরিদ্র মুসলিমদের জমি অবৈধভাবে কেড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি জবাবদিহিতা এবং সততা স্থির করা হচ্ছে, তাহলে কি আপনার কোনও সমস্যা আছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়া করে এই বড় প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।'

ভয়াবহ আগুন ১০ একর ফসল ভস্মীভূত

ফতেহাবাদ, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): বুধবার সকালে হরিয়ানার ফতেহাবাদের রূপনগর সংলগ্ন মাঠে হঠাৎ করে আগুন লাগে গমক্ষেতে। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্রায় ১০ একর জমিতে। হাওয়া থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হয় কৃষকদের। স্থানীয় কৃষকদের জমিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে নিজেরাই আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়ে দমকল বাহিনীতে খবর দেন। ফতেহাবাদ থেকে দমকল বাহিনী এসে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। কৃষকদের আশঙ্কা, পাশে জনবসতি থাকায় আগুন আরও ছড়ালে বাড়িঘরও বিপদে পড়তে পারত। ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তে পুলিশ।-

মুর্শিদাবাদে নিহতদের পরিবারে ১০ লক্ষের ক্ষতিপূরণ, ঘর-দোকান গড়ার আশ্বাস মমতার

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ নিয়ে অশান্তির জেরে যে তিন জনের প্রাণ গিয়েছে, তাঁদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার, ইনডোর স্টেডিয়ামের ইমামদের নিয়ে আয়োজিত সভায় তিনি জানান, যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে, দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদেরও সেসব গড়ে দেবে সরকার। যাদের বাড়ি ভেঙেছে তাদের বাংলার বাড়ি, যাদের দোকান ভেঙেছে তাদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।"

অশান্তির ঘটনায় অনেকের বাড়িঘর নষ্ট হয়েছে। তাঁদের জন্যও ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরি করে দেবে সরকার।" শুধু বাড়িঘর নয়, দোকানপাটও ভাঙচুর হয়েছে। তাঁদেরও সাহায্য করা হবে বলে ঘোষণা করলেন মমতা। তিনি জানান, দোকানপাট কার কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেই ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে ওয়াকফ নিয়ে বলেন, "যে আইনগুলো করেছে প্রয়োজনে, সেগুলো আবার বাতিল করা হবে, শুধু শান্ত থাকুন, শান্তি বজায় রাখুন।" তিনি বলেন, "বাংলায় আন্দোলন করে লাভ নেই, আন্দোলনটা দিল্লিতে গিয়ে করুন, প্রয়োজনে মোদী, রাষ্ট্রপতির অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন। আমি তো আপনাদের পক্ষে। সবর্ধমের পক্ষে।" দরকার হলে সব সম্প্রদায়কে নিয়ে আন্দোলন করুন, কথা দিচ্ছি তৃণমূলের সাংসদরাও থাকবে। ইন্ডিয়া টিমের প্রতিনিধিদেরও আবেদন করব।"

পাশাপাশি এদিন ফের শান্তি রক্ষার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, 'আমাদের উপর ভরসা রাখুন। যতদিন থাকব হিন্দু-মুসলিম বিভাজন করতে দেব না।' এদিনের কর্মসূচি থেকে বিরোধীদের একহাত নেন মমতা।

বলরামপুরে হাতির হামলা মৃত্যু বৃদ্ধার

বলরামপুর, ১৬ এপ্রিল: ছত্তিশগড়ের বলরামপুরে ফের দাঁতাল হাতির হামলায় এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে রজখেতা জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়ে যশোদা দাস (৫৮) হাতির সামনে পড়ে যান। পালাতে না পারায় হাতিটি তাঁকে পিষে মারে। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়খণ্ড থেকে আসা হাতিটি রামানুজগঞ্জ ও ভাড়ফনগর এলাকায় ঘুরছে। ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করলেও মৃতার ছেলে তাঁকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিলেন। গত ১৬ দিনে হাতির হামলায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বোমার হুমকি পেল দিল্লির দ্বারকা আদালত, মেলেনি সন্দেহজনক কিছুই

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): বোমার হুমকি পেল দিল্লির দ্বারকা আদালত। বুধবার দিল্লির দ্বারকা আদালতে বোমার হুমকি মেলে। দিল্লি পুলিশের বিডিএস (বোমা শনাক্তকরণ ও নিষ্ক্রিয়করণ স্কোয়াড) দল এবং দমকলের টিম আদালত চত্বরে উপস্থিত হয়। তল্লাশি অভিযান চালানো হয়, শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছুই মেলেনি।

অ্যাডভোকেট প্রবীণ সচদেব বলেন, 'সকালে স্বাভাবিকভাবেই কাজ চলছিল, আদালতে স্বাভাবিকভাবেই কাজ হচ্ছিল। হঠাৎ আমরা দুপুর ১২.৩০-১টার পরে এই বিষয়ে জানতে পারি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বোমা শনাক্তকরণ ও নিষ্ক্রিয়করণ স্কোয়াড এখানে এসেছিল।'

মধ্যপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত আরও ৪ জন

রাজগড় , ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : মঙ্গলবার গভীত রাতে মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলাতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে মোই জোড় গ্রামের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মুখোমুখি দুই বাইকের সংঘর্ষে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে ৩ শিশু-সহ ৪ জন। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় মোই গ্রামের প্রেমসিংহ বর্মা (৩৮) এবং অপর বাইকে থাকা নারায়ণ সিংহ সাউন্ধিয়া (৫৫)-র। প্রেমসিংহের ৩ সন্তান ঋতু (১৫), কাজল (১৩) ও দিলখুশ (১০) আহত হয়। গুরুতর জখম হন নারায়ণ সিংহের ছেলে বীরম সিংহ (৩৫)। পুলিশ মৃতদেহ দুটি বুধবার ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, নিহত ব্যক্তি গাড়ি চালক ছিলেন। মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি তিনি। বুধবার সকালে কবরস্থানের পাশে তাঁর রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জলের ট্যাঙ্কে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

যোধপুর, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থানের যোধপুর পূর্ব মথানিয়ার বড়া কোটেচা গ্রামে বুধবার সকালে বিয়েবাড়ির খুশি মুহূর্তেই পরিণত হল শোকের পরিবেশে। পরিবারের দুই শিশুর জলের ট্যাঙ্কে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃত শিশুরা ৫-৬ দিন আগে বিয়েতে অংশ নিতে তাদের মামার বাড়িতে গ্রামে এসেছিল। বুধবার সকালে দুই শিশু খেলতে খেলতে বাড়ির পাশে থাকা জলের ট্যাঙ্কে মধ্যে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে এমডিএম হাসপাতাল, যোধপুরে রেফার করা হয়। চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

এখন ট্রেনেও মিলবে এটিএম, পরীক্ষামূলক ট্রায়াল রান সফলভাবে সম্পন্ন

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): প্রায়শই ট্রেনে নগদ টাকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যাত্রীদের। অনেক সময় যারা দূরপাল্লার জার্নি করেন তারা সঙ্গে করে নগদ টাকা রাখতে পারেন না। ট্রেনে খাবার, পানীয় এবং অন্যান্য জিনিস কেনার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নগদ অর্থই ব্যবহার করতে হয়। যাত্রীদের সুবিধার্থে ভারতীয় রেল এবার এক অনন্য উদ্যোগ নিয়েছে।

এখন ট্রেনেও মিলবে এটিএম, সহজেই তোলা যাবে টাকা। পরীক্ষামূলক ট্রায়াল রান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বুধবার। সেন্ট্রাল রেলওয়ে ও রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুধবার জানিয়েছে, এটিএম অন হুইলস প্রকল্পের পরীক্ষামূলক পরিচালনা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেলওয়ে মনমাড-সিএসএমটি পঞ্চবতী এক্সপ্রেসে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের প্রথম এটিএম স্থাপন করা হয়েছে। সেই এটিএম থেকে সহজেই তোলা হয়েছে টাকা।

নিহত দুই কুখ্যাত নকশাল

রায়পুর, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): মাওবাদী-মুক্ত ভারত অভিযানে ফের সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ে। এবার কোন্ডাগাঁও-নারায়ণপুর সীমানায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে এনকাউন্টারে দুই কট্টর নকশাল নিহত হয়েছে। বস্তারের আইজি পি সুন্দররাজ বলেছেন, এনকাউন্টারস্থল থেকে একে-৪৭ উদ্ধার হয়েছে। তল্লাশি অভিযান চলছে।বুধবার সকালে আইজি পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, কোন্ডাগাঁও-নারায়ণপুর সীমানার কাছে কিলাম-বার্গাম জঙ্গলে ডিআরজি এবং বস্তার ফাইটারদের যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে দুই নকশাল খতম হয়েছে। নিহত দুই মাওবাদীর নাম - ডিভিসিএম হালদার এবং এসিএম রামে। অস্ত্র, বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে প্রতিবাদ ন্যায্য, মন্তব্য তৃণমূলের হাসান ইমরানের

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে যে বিক্ষোভ চলছে তা ন্যায্য। এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান। তাঁর মতে, কোনও মুসলিম এই আইনকে সমর্থন করেননি।

বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান বলেছেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সম্পূর্ণ বৈধ। দেশের সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী মনে করে, সরকার জোর করে ওয়াকফ সংশোধনী বিল চাপিয়ে দিয়েছে। কোনও মুসলিম এই বিলকে সমর্থন করেনি। কেউ এই বিলের জন্য আবেদন করেনি। সরকার ওয়াকফের সমস্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।'

রাজকোটে একাধিক যানবাহনে ধাক্কা বাসের; মৃত ৩, সঙ্কটজনক দু''জন

রাজকোট, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): গুজরাটের রাজকোটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একাধিক যানবাহনে ধাক্কা মারল পৌর নিগমের একটি বাস। বুধবার সকালে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, এছাড়াও দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, চালক মত্ত অবস্থায় ছিলেন এবং ৭-৮ জনকে চাপা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেন। এই ঘটনায় জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, যার ফলে বিক্ষোভ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। তদন্ত চলছে।ডিসিপি পূজা যাদব বলেছেন, 'এটি একটি সিটি বাসের সঙ্গে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা, যার ফলে তিনজন নিহত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত, আমরা নিহতদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য পাইনি। সমস্ত মৃতদেহ এবং আহতদের অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আমাদের প্রচেষ্টা হল এলাকায় যান চলাচল যাতে অবাধে হয় তা নিশ্চিত করা।' স্থানীয় সূত্রের খবর, কেকেভি চকের কাছে বাস চালক কয়েকটি যানবাহনকে ধাক্কা মারে এবং বেশ কয়েকজনকে চাপা দেয়।

দক্ষিণ বারাসতে রেল অবরোধ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ যাত্রীদের

সোনারপুর, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): সম্প্রতি, শিয়ালদহ ডিভিশনের লোকাল ট্রেনে মহিলা কামরার সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। আগে একটি ট্রেনের দুই প্রান্তে একটি করে মহিলা কামরা ছিল। তবে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দুই প্রান্তের ভেন্ডারের সঙ্গে থাকা জেনারেল কামরাকে মহিলা কামরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। কিন্তু তা নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে নিত্যযাত্রীদের একাংশের মধ্যে। রেল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বুধবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার দক্ষিণ বারাসত স্টেশনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন যাত্রীরা।

বুধবার সকাল ৮টা থেকে অবরোধ শুরু হয়। বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরপিএফ। অবরোধেরে জেরে বন্ধ হয়ে যায় কাকদ্বীপ, নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে ট্রেন চলাচল। তবে বারুইপুর, সোনারপুর, ডায়মন্ড হারবার লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। শুধু দক্ষিণ বারাসত স্টেশনে নয়, ধপধপিতেও রেল অবরোধ করেন যাত্রীদের একাংশ। ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের স্টেশনেও। প্ল্যাটফর্মে বসে পড়েন যাত্রীরা, ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর অবরোধ উঠে যায়।

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে ব্যবসায়ীদের হালখাতা লিখন। ছবি নিজস্ব।

কবরস্থানের পাশে উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত দেহ

প্রয়াগরাজ, ১৬ এপ্রিল : বুধবার সকালে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ জেলাতে কবরস্থানের পাশে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবার সূত্রে হত্যার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , মৃতের নাম মৌসিম আহমদ (২৬)।

সামশেরগঞ্জে বোমা ফেটে আহত দুই কিশোর

মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ফের খবরে সামশেরগঞ্জ! তালতলা এলাকায় খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে আহত হল দুই কিশোর! তাদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার সকালে সামসেরগঞ্জ থানার উত্তর মোহাম্মদপুরে মাঠে খেলতে গিয়েছিল ওই দুই কিশোর। মাঠের মধ্যে রাখা ছিল জার ভর্তি বোমা। বল ভেবে খেলতে গিয়েই বাঁধে বিপত্তি। বোমা ফেটে আহত হয় দুই শিশু। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে আহতের নাম মেজা রহমান ও আব্দুল আজিত রহমান। মেজার বয়স ১২ বছর ও আব্দুল আজিজের বয়স ১৪ বছর। শামসেরগঞ্জের তালতলা সাহেবনগর এলাকায় তাদের বাড়ি। কারা কী উদ্দেশে এই বোমাগুলি রেখেছিল তা খতিয়ে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জল ঠান্ডা করতে ভরসা রাখেন প্রাচীন পদ্ধতিতে

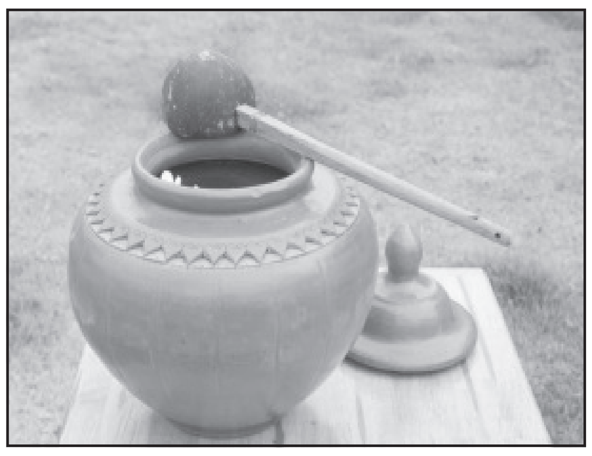

গ্রীষ্মকালে, বেশিরভাগ মানুষ ঠান্ডা জল পান করতে পছন্দ করেন। এর জন্য, বেশিরভাগ বাড়িতে, গ্রীষ্মের শুরুতে জল ঠান্ডা করার জন্য লোকেরা ফ্রিজে জলের বোতল রাখা শুরু করে। কিন্তু ফ্রিজের জল সকলের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। চিকিৎসকেরাও সেই জল খেতে নিষেধ করেন। তাই অনেকে তীব্র দাবদাহে জল ঠান্ডা করতে ভরসা রাখেন প্রাচীন পদ্ধতিতে। বাড়িতে মাটির জালা বা কলসি কিনে এনে তাতেই জল রেখে খান। এতে একদিকে যেমন জল ঠান্ডা থাকে, অন্যদিকে তেমনই জলের স্বাদ বেশ ভাল হয়। আবার অনেকের মতে মাটির পাত্রের জল স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ভাল।

আজকাল বাজারেই মাটির তৈরি পাত্র বা বোতলও পাওয়া যায়। বেশিরভাগ মানুষই সেগুলো ব্যবহার করেন। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার হিরিকের চোটে এখন আবার সেই ট্রেন্ড ফিরেও আসছে। তবে মাটির পাত্রে জল রেখে খাওয়ার আগে কিছু জিনিস মাথায় রাখাটা জরুরি। না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই গরমে যদি কলসির জল খাওয়ার প্ল্যান থাকে তাহলে এই বিষগুলিও মাথায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরি।

১। পাত্র পরিষ্কার করা — পাত্রটি ব্যবহারের আগে, এটি ভালভাবে পরিষ্কার করুন। মাটির তৈরি পাত্রে ব্যাকটেরিয়া এবং ময়লা জমা হতে পারে, যা জল দূষিত করতে পারে। পাত্রের ভেতরে যাতে কোনও দুর্গন্ধ বা ময়লা না থাকে, তা নিশ্চিত করার জন্য এটি ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। গরম জল এবং বেকিং সোডার মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে পাত্রের ভেতরের অংশ ভালভাবে পরিষ্কার করা যায়। ২। কোথায় রাখবেন — মাটির পাত্র এমন জায়গায় রাখুন যেখানে সূর্যের আলো থেকে এটি সুরক্ষিত থাকবে। তীব্র রোদে রাখা পাত্র দ্রুত গরম হয়ে যায়, যা জলের স্বাদ নষ্ট করতে পারে এবং জলও কম ঠান্ডা হবে। তা ছাড়া পাত্র দ্রুত ফেটেও যেতে পারে। ঠান্ডা এবং হাওয়া চলাচল করে এমন জায়গায় রাখাটাই ভাল।

৩। পাত্রের রক্ষণাবেক্ষণ — মাটির পাত্রের রক্ষণাবেক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঝে মাঝে পাত্রটি পরিষ্কার করুন এবং দেখুন এতে কোন ফাটল বা ভাঙা আছে কিনা। যদি পাত্রটি ভেঙে যায় বা ফাটল ধরে, তাহলে এটি ব্যবহার করবেন না কারণ এতে জল ছিটকে পড়তে পারে বা জলে ব্যাকটেরিয়া জন্ম হতে পারে। ৪। জল পরিবর্তন নিয়মিত করুন — দীর্ঘদিন পাত্রে জল রাখলে জমা জলে ব্যাকটেরিয়া হতে পারে। তাই সময়ে সময়ে পাত্রের জল পরিবর্তন করা উচিত। প্রতিদিন নিয়ম করে জল পরিবর্তনের বিষয়টি মাথায় রাখাটাও জরুরি।

রাতে ঘুম না আসলে কোন কাজগুলো করতে নেই

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছেন, কিন্তু ঘুম আসছে না? মাঝ রাতে চট করে ঘুম ভেঙে গেলো, এরপর আর চোখের পাতা এক হচ্ছে না? নিদ্রাহীনতা বা অনিদ্রা এমন এক সমস্যা, যে সমস্যায় অনেকেই জীবনের কোনো না কোনো সময় ভুগেছেন বা এখনও ভুগে চলেছেন। অনিদ্রা কারও কারও জন্য প্রবল সমস্যা হিসেবেও আবির্ভূত হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। মানুষ কেন অনিদ্রায় ভোগে-এর পেছনে বেশকিছু কারণ থাকে। বার্ধক্যের প্রভাব, রাতে বার বার প্রস্রাব, মেনোপজ বা রজোনিবৃত্তি বা রাতের পালার কাজ -এরকম নানা বিষয় অনিদ্রা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এসব সমস্যার ক্ষেত্রে কখন চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে সেটাও জানা থাকা জরুরি। বিবিসি'র ইনসাইড হেল টিম এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে বেশ কয়েকটি পরামর্শ খুঁজে পেয়েছে।

অনিদ্রায় বিশেষজ্ঞরা নিজেরা কী করেন? 'আমি ঘুমাতে পারছি না, এর খুব স্বাভাবিক কারণ হতে পারে আমার মস্তিস্ক কোনো কারণে বিরক্ত হয়ে আছে অথবা আমি খুব দুশ্চিন্তা করছি। এরকম হলে আমি একটি বই নিয়ে পড়তে শুরু করি এবং একটু হালকা অনুভব করার আগ পর্যন্ত পড়তে থাকি।' কথাগুলো বলছিলেন সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ড. ফেইথ অর্চার্ড। লন্ডনের রয়াল ব্রম্পটন হাসপাতালের স্লিপ মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ব্রিটিশ স্লিপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ড. অ্যালি হায়ার বলেন, 'আমি যখনই অনিদ্রায় ভুগি এর প্রধান কারণ হয় আমার স্বামী বিছানায় বার বার পাশ ফিরছে বা জোরে জোরে নাক ডাকছে। তাই আমি "স্লিপ ডিভোর্স" পদ্ধতি বেছে নেই এবং অন্য একটি ঘরে ঘুমাতে চলে যাই।' অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্লিপ মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক কলিন ইসপি বলেন, 'ঘুম না আসলে আমি বিছনা ছেড়ে উঠে যাই এবং আবার নতুন করে এসে শুই। এটা একটা রিবুট সিস্টেমের মতো কাজ করে।' 'সাধারণত মাথায় কোনো চিন্তা ঘোরাফেরা করার কারণেই অনিদ্রা দেখা দেয় এবং এটা বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই সত্যি।' অনিদ্রার উপসর্গ কী? মিজ ইসপির মতে, 'যদি ঘুম না আসার সমস্যা এক রাতের পর কয়েকদিন ধরে হতে থাকে এবং এরপর কয়েক সপ্তাহে গড়ায়, এভাবে তিন মাস বা তার বেশি সময় পার হয়ে যায়, তাহলে আমরা এই অবস্থাকে অনিদ্রা বা ইনসমনিয়া বলি।' অনিদ্রার সমস্যাটি কয়েক ধরনের হতে পারে বলে ব্যাখ্যা করেছেন ড. অর্চার্ড। তিনি বলছেন, 'ঘুম না আসা প্রাথমিক উপসর্গ। কিন্তু বাস্তবে আরও কিছু লক্ষণ রয়েছে। মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থাকা, এক বার ঘুম ভাঙলে আর ঘুম না আসা, ভোর পর্যন্ত জেগে থাকার পর আর ঘুম না আসা এগুলোও অনেকের জন্য অনিদ্রা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।' ড. হেয়ারের মতে, অনিদ্রার লক্ষণগুলো খুবই সাধারণ এবং ৫০ শতাংশ মানুষের জন্য তা একইরকম। সপ্তাহে যদি তিন রাত ঘুমানোর ক্ষেত্রে কারও সমস্যা হয় এবং তিন মাসের বেশি সময় ধরে এটা চলে, আর রাতে ঘুম না আসার কারণে দিনের কাজে প্রভাব পড়লে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন।

অনিদ্রা সৃষ্টির আগে মস্তিষ্কে কী ঘটে? ঘুমে ঢলে পড়া ও ঘুম থেকে জেগে ওঠার পেছনে দুটি প্রক্রিয়া কাজ করে। ড. অর্চার্ড বলেন, যে হরমোনের কারণে ঘুম সৃষ্টি হয় এবং সারা দিনের কর্মযজ্ঞের ফলে শরীরে যে চাপের তৈরি হয়—— এই দুটি প্রক্রিয়ারই পাশাপাশি চলা উচিত। এর মধ্যে কোনো একটার ব্যতিক্রম ঘটলে সমস্যা হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দিনের বেলায় বা বিকেলে এক দফা ঘুমিয়ে নিলে রাতের বেলায় ঘুম আসা কঠিনও হতে পারে। 'এর বাইরেও অনিদ্রার পেছনে বাহ্যিক যেসব কারণ কাজ করে তার মধ্যে অন্যতম হলো দুশ্চিন্তা।' অধ্যাপক ইসপি বলেন, 'ঘুমের ওপর আমরা দারুণভাবে নির্ভরশীল। নানা কিছুর বিবর্তন ঘটলেও ঘুমের ওপর নির্ভরতার পরিবর্তন হয়নি। বরং বলা চলে মানুষ হিসেবে আমাদের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত বড় ও জটিল প্রকৃতির, এর বিশ্রামের জন্যই তুলনামূলক বেশি ঘুমের প্রয়োজন।' 'বিপদ বা যে কোনো ধরনের হুমকির জন্য আমাদের মস্তিষ্কে যে এক ধরনের সতর্কতা তৈরি হয়, যেটা আমাদের ঘুমকে তাড়ানোর কাজ করে, এই

প্রবণতাও বিবর্তনের সঙ্গে পাল্টায়নি।' 'দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ আমাদের মস্তিস্কে এমন একটা অনুভূতি তৈরি করে, যা আমাদের মনে করতে বাধ্য করায় — জেগে না থাকলেই বিপদ!' ড. হেয়ার বলছেন, 'আমি এটা বলবো না যে নির্দিষ্ট প্রকৃতির লোকেরাই অনিদ্রায় ভোগেন, তবে এটাও ঠিক যে দুরারোগ্য ব্যাধি বা মারাত্মক ব্যাথা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের ঘুমের সমস্যা হয়। এছাড়া দুশ্চিন্তা, হতাশা, উদ্বেগসহ অন্যান্য মানসিক সমস্যার মিথস্ক্রিযার কারণেও অনিদ্রা সৃষ্টি হতে পারে।' ঘুমের পেছনে মানুষের বয়সও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে জানান অধ্যাপক ইসপি। 'বয়সের সাথে সাথে দেহঘড়িও পাল্টে যায়। কত সময় ধরে ঘুম হবে এবং তা কতটা গভীর হবে তা এই দেহঘড়ির ওপরও নির্ভর করে। বয়স বাড়তে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই ঘুমে ব্যঘাত ঘটতে থাকে। একজন কিশোরের জন্য দেরি করে ঘুমিয়ে দেরি করে ওঠায় যতটা না সমস্যা হয়, কিন্তু একজন বয়স্ক মানুষের জন্য আগে আগে ঘুমিয়েও একবার তা ভেঙে গেলে হয়তো আবার ঘুমানোর জন্য বেগ পেতে হয়। ঘুমের ওপর জিনগত প্রভাবও কাজ করে। অধ্যাপক ইসপি যেমন বলছেন, 'খুব সহজেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া বা উত্তেজিত হয়ে পড়ার মতো বংশগত উপসর্গ থাকে। এর সঙ্গে ঘুমের ব্যাঘাতের সম্পর্ক থাকতে পারে।' 'এছাড়া আপনি সকাল সকাল উঠে কাজ শুরু করছেন এবং রাতে দ্রুত ঘমিয়ে পড়ছেন কিনা, বা বেলা করে উঠে কাজ শুরু করে শেষ রাত পর্যন্ত জেগে থাকছেন কিনা— এরকম প্রত্যাহিত অভ্যাসও ঘুমের আলাদা প্যাটার্ন তৈরি করে।' তবে অনিদ্রার পেছনে একাধিক ও নানা রকম কারণ থাকতে পারে বলেই তার অভিমত। ঘুমাতে না পারলে কী করা উচিত? মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমাদের কী করা উচিত? এ নিয়ে কিছু কুসংস্কার রয়েছে বলে জানান অধ্যাপক ইসপি। 'সকালের দিকে আমাদের ঘুমের প্রবণতা কমে আসতে থাকে। আবার ঘুম ভেড়ে গেলে আমি আবার হয়তো ঘুমাতে পারবো না———এরকম একটা দুশ্চিন্তার আপনার ঘুম নষ্ট করতে পারে।' 'আমার অভিজ্ঞতা বলে, জোর করে কেউ ঘুমাতে পারেন না। স্বাভাবিকভাবেই ঘুম এসে যায়, এর বাইরে যখনই আপনি ঘুমানোর জন্য জোর করে চেষ্টা করবেন- তখনই সমস্যার শুরু হয় বলে আমি সন্দেহ করি।' 'বিশ্বাস করুন আর না করুন, সবচেয়ে ভালো উপায় হলো —ঘুম না আসলে জেগে থাকার সিদ্ধান্তই নেওয়া। ঘুমকে স্বাভাবিকভাবে আসতে দিতে পারেন আপনি,' বলেন তিনি। খুব সহজ কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করে জীবনের একটি ভালো রুটিন করে নেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন ড. অর্চার্ড। একটি নির্দিষ্ট সময়েই শুতে যাওয়া এবং একটি নির্দিষ্ট সময়েই উঠে পড়ার ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুমানোও গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে মস্তিষ্ককে একটা বার্তা দেওয়া যায় যে এখানেই ঘুমাতে হবে। সোফায় বা চেয়ারে ঘুমিয়ে যাওয়া যেমন উচিত না, আবার বিছানায় বসে কাজ করাও ঠিক না, পরামর্শ এই বিশেষজ্ঞের। শোয়ার পর ঘুম না আসলে বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়া উচিত এবং আধা ঘণ্টার মতো অন্য কোনো কাজ করার পর আবার বিছানায় ফেরত যাওয়া যেতে পারে বলে মন করেন ড. হেয়ার। ঘুমের ওষুধ খাওয়া কি ঠিক? ড. হেয়ার বা অধ্যাপক ইসপি, এই দুইজনেরও কেউই ও ধরনের ওষুধ খাওয়ার পক্ষপাতি নন। বরং তারা পরামর্শ দিচ্ছেন এক ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক থেরাপির যা মানুষকে তার চিন্তাধারা ও আচরণ পাল্টাতে সাহায্য করবে। এর ফলে অনিদ্রার সমস্যারও উপশম হবে। এ ধরনের থেরাপি (কগনেটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি) ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনে এবং ৫০ শতাংশ মানুষ অনিদ্রা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পান বলে জানান ড. হেয়ার। অধ্যাপক ইসপি বলছেন, এরকম থেরাপি যে ওষুধের চেয়ে বেশ কাজে দেয় সেটা অনেক রোগীই বিশ্বাস করতে চান না। থেরাপির একটি অংশের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, স্লিপ রেস্ট্রিকশন থেরাপি নামে একটি পদ্ধতির পরামর্শ দেই আমরা। এর মাধ্যমে অনিদ্রার রোগীকে একটু দেরি করে ঘুমাতে যাওয়া এবং সকালে একটু আগে আগে ঘুম থেকে উঠতে বলা হয়। কিছু মানুষ অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন যে, শোয়ার আগে ম্যাগনেসিয়াম জাতীয় ওষুধ খেয়ে তারা ঘুমের ক্ষেত্রে সুফল পেয়েছেন। কিন্তু ড. অর্চার্ড বলছেন, এই বিষয়টি বড় কোনো গবেষণায় প্রমাণিত নয়, বরং ছোটো আকারের কিছু জরিপে এর কথা বলা হয়েছে। মেলাটোনিনের বিষয়টা কী? অনেক দেশে এ ধরনের হরমোনের ওষুধ ফার্মেসিতে গেলেই পাওয়া যায়, আবার কোথাও কোথাও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কেনা সম্ভব। এ বিষয়ে ড. হেয়ার বলছেন, এই বিষয়টাও অনেকটা ম্যাগনেসিয়ামের ব্যবহার ও তার প্রভাবের মতোই। অনেক সময় হয়তো রোগী মন রক্ষায় এসব ওষুধ লিখে দেন চিকিৎসকরা। ঘুমের ওপর আরও যেসব বিষয় প্রভাব ফেলে ঘুমের আগে কোনো স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকেন? টেলিভিশন, কম্পিউটার নাকি মোবাইল ফোন—কোনটার দিকে তাকিয়ে আছেন সেই যন্ত্রটা নয়, বরং কী রকম আলো আপনার চোখে প্রবেশ করছে এটাই এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ড. অর্ভার্ড বলছেন, আপনি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কী করছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো আপনি ফোনের দিতে তাকিয়ে এমন কিছু দেখছেন যেটা আপনার মস্তিষ্ককে শান্ত করছে, এটায় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে না। কিন্তু এমন কিছু যদি দেখেন যা আপনার মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে, সেটা অবশ্যই ঘুম বিঘ্নিত করতে পারে। অনিদ্রার ওপর মেনোপজ, নাইট শিফট বা এলকোহলের কোনো প্রভাব আছে? থাকলে এগুলো কীভাবে প্রভাব ফেলে? ড. হেয়ার বলছেন, মেনোপজ বা রজোবিরতি নারীদের জন্য কঠিন সময় নিয়ে আসে এবং এর কারণে ঘুম বিঘ্নিত হতে পারে। মেনোপজের কারণে হট ফ্ল্যাশ হয় এবং এটা ঘুম ব্যাহত করতে পারে। হরমোনের পরিবর্তন, বার বার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন বা মুড চেঞ্জ এগুলো মেনোপজের সঙ্গেই আসে। তবে সংসার বা পরিবারিক চাপসহ অন্যান্য চাপও নারীর শরীরের ওপর এসময় প্রভাব ফেলে। এলকোহলের বিষয়ে ড. অর্চার্ড বলেন, ঘুমের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার গভীরতার যে প্যাটার্ন তৈরি হয়, এটা বদলে দিতে পারে এলকোহল।

'এর আরও কয়েক ধরনের প্রভাব আছে। এলকোহল পান করার পর বারবার টয়লেটে যেতে হতে পারে; শরীরের পেশীগুলো শিথিল হয়ে নাক ডাকার প্রবণতা চলে আসছে পারে; হরমোনের ওপর এলকোহলের প্রভাব থাকায় আবার এটি ঘুম আসা না আসাকেও বদলে দিতে পারে,' বলেন তিনি। নাইট শিফটের ধকল কীভাবে সামলানো সম্ভব এ ব্যাপারে ড. হায়ার বলেন, এ ক্ষেত্রে যে দিন নাইট শিফট নেই সেসব দিনগুলোতে স্বাভাবিক সময়ে ঘুমের চেষ্টা করতে হবে, পাশাপাশি ছোটো ছোটো ঘুম দিয়ে অভাবটা পূরণ করে নিতে হবে।

কাঠি দিয়ে কান পরিষ্কার করলে বিপদ বাড়াতে পারে

কানে ময়লা জমলেই ভাবনা চিন্তা না করে আমরা হাতে তুলে ফেলি কটন বাডস। তারপর কানে ঢুকিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিষ্কার করা শুরু। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই কটন বাডস দিয়ে কান পরিষ্কার করা একেবারেই উচিত নয়। এতে কান পরিষ্কার হওয়ার পরিবর্তে সমস্যা তৈরি হতে পারে।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার খুব প্রয়োজন না পড়লে কান পরিষ্কার করার দরকার পড়ে না। কেননা, কানের ভিতর যে ময়লা থাকে, তা আদতে কানের পর্দাকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে। মারাত্মক আওয়াজ, অতিরিক্ত হাওয়া থেকে কানকে রক্ষা করে এই ময়লা। সুতরাং কানের ময়লা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করাই ভাল। কটন বাডস অনেক সময়ই অজান্তে কানের এই পর্দার গায়ে চোট তৈরি করে। যা কিনা তৎক্ষণাৎ বোঝা না গেলেও, পরে সমস্যা তৈরি করে। তাই কটন বাডস ব্যবহার না করাই ভাল। কানের মধ্যে রয়েছে বহু স্নায়ু। যার সংযোগ রয়েছে মস্তিষ্কের সঙ্গে। তাই কটন বাডসের জন্য সেই স্নায়ুতে আঘাত লাগলে অন্যান্য সমস্যা তৈরি হতে পারে।

সদ্যোজাত যমজ সন্তানদের বড় করার ঝক্কি কম নয় মায়েদের

সদ্যোজাত সন্তানের যত্ন নেওয়া মায়ের কাছে সব সময়েই সময়াসাপেক্ষ এবং চিন্তার বিষয় । যদি যমজ সন্তানের জন্ম হয়, তাহলে মায়ের কাজ বেড়ে যায় অনেক গুণ। মায়ের নাওয়া-খাওয়া- বিশ্রাম মাথায় ওঠে! দু'টি সন্তানের দেখভাল করতে নাজেহাল অবস্থা। সদ্য যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, এমন নতুন মায়েদের জন্য রইল কিছু টিপস। মনে রাখলে সহজ হয়ে যাবে কঠিন কাজও। পড়াশোনায় মনঃসংযোগের অভাব? আপনার সন্তান অনিদ্রায় আক্রান্ত নয় তো? যদি একান্তই কোনও উপায় না থাকে, তাহলে যমজ সন্তানদের বড় করে তোলার ক্ষেত্রে সব দায়িত্ব নিজের উপর নেবেন না। স্বামীকেও কিছু কিছু দায়িত্ব দিন। পরিবারে বয়স্ক কোনও মহিলার সাহায্য পাওয়া গেলেও ভাল।

সন্তানকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান। মনে রাখবেন আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাও বাচ্চাকে, যত্ন নেওয়ার অন্যতম শর্ত।

পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগে নাজেহাল? জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এভাবেই পাশে থাকুন সন্তানের

দুই শিশুকে প্রথম থেকেই খাওয়া এবং ঘুমের একই সময়ে অভ্যাস করাবেন। সন্তানরা যখন ঘুমোচ্ছে, তখন আপনিও ঘুমিয়ে নিন, পাওয়ার ন্যাপের সময় পেলে, তাই সই। প্রেমের নামে 'আরশোলা-ডেটিং'! আপনি এই সম্পর্কের শিকার নন তো? যমজ সন্তান হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবণতা থাকে একইরকম পোশাক পরানোর। সেক্ষেত্রে দু'জনেই ছেলে বা দু'জনেই মেয়ে হলে অনেক সময়ে মায়ের কাছেও গুলিয়ে যায়। তাই চেষ্টা করবেন যাতে একনজরে দু'ই সন্তানকে দেখে বোঝা যায় কে কোন জন। যমজ দুই সন্তানকে সমানভাবে যত্ন নেবেন। এক জন সন্তান কোনও সংক্রামক রোগে অসুস্থ হলে অন্য জনও সংক্রমিত হয়ে পড়ে।

অজানার ভিড়ে 'আলোকিত অনালোকিত'

মনের ভাব প্রকাশ করতেই মানুষ মূলত ভাষার ব্যবহার করে থাকে। ধরিত্রীতে সভ্যতা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বিভিন্ন আকার ইঙ্গিতের পাশাপাশি ভাষার প্রয়োগ করে থাকে। হরেক শব্দের মেলবন্ধনেই গড়ে উঠে আস্ত একটা মালা। আর সেই মালা কখনও কবিতা রূপে তো কখনও বা আবার কাব্যরূপে সমাদৃত হয় পাঠক মহলে। উপযুক্ত শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস অর্থাৎ হরেক ফুলের সমাহারে গড়ে উঠে কবিতা, যা পাঠকের দরবারে বহু জানা অজানাকে তুলে ধরে। সেরকমভাবে অভিজিৎ দাশগুপ্তের 'আলোকিত অনালোকিত' বইটি ১৫টি ছোট-বড়ো প্রবন্ধের সংকলনে সমাদৃত। 'বাংলার লৌকিক দেবদেবী ও তাদের ব্রতকথা-পাঁচালি' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, আম বাঙালির জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ, যে কতখানি যুক্ত তা আমরা প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করি। বিশেষ করে আমাদের লৌকিক পূজা, অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমাদের এই বারো মাস সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন বৈশাখ-হরিষ

মঙ্গলচণ্ডী, শিব ব্রত, দশ পুততুল, গোকুল ব্রত, পৃথিবী ব্রত, গুপ্তধন ব্রত, কলাছাড়া ব্রত, আদরসিংহাসন ব্রত প্রভৃতির কথা ফুটে উঠেছে লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। 'ভগিনী নিবেদিতার কবিতা' অধ্যায়ে ভগিনী নিবেদিতার স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে আদর্শিত হওয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে। 'তোমার পিছনে অন্যরাও আসবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী এবং তারো চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ ! ওঠ জাগো ! জগৎ যে দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে তোমার কি নিদ্রা সাজে?'- স্বামীজির মর্মস্পর্শী বাণীর মধ্যে দিয়ে ভগিনী নিবেদিতা ভারতের উন্নতির মহান যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেয়। 'বাংলা ছড়া ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, "ছড়া" শব্দটি কী পরিমাণ মাত্রাবাহী, তা বাংলা ছড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটা ধারণা তৈরি হয়। আদিতে ছড়া ছিল অ্যাক্রসটিক (Acrostic) জাতীয় কবিতা। এর লিখনভঙ্গি সম্পূর্ণ ধাঁধামিশ্রিত। গ্রিক ভাষায় মধ্যযুগে এ ধরনের রচনা প্রচুর হয়েছে। বাংলা ছড়াও বহু প্রাচীন। একটা সময় ঠাকুমা-দিদিমাদের দৌলতে ঘুমপাড়ানি গান বা ছড়া সর্বত্র প্রচলিত ছিল। "ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত" বাঙালির প্রাণের সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক, সামাজিক,

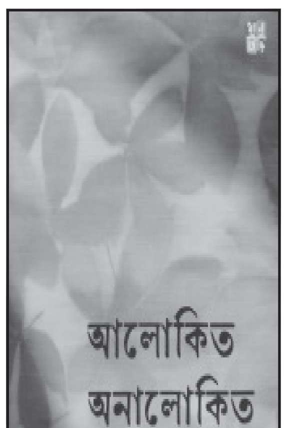

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যিক জগতের এক অন্যতম চিরাচরিত মুখ। বইটির "সোনার গাছে হিরের ফসল", "সুখদাসুন্দরী দেবীর পাঁচালি", "সাতের দশকের বাংলা কবিতায় মিথ ভাবনা" প্রভৃতি অধ্যায়গুলি বহু অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ। রঙিন প্রচ্ছদ বিশিষ্ট ধানসিড়ি প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ৩৫০ টাকা।

জিবি বাজারে বেআইনী পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনের বিশেষ অভিযান। ছবি নিজস্ব।

ভোট ব্যাঙ্কের সংকীর্ণ রাজনীতি' নিয়ে কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদ-সহ বিভিন্ন স্থানের ঘটনাবলীকে 'ভোট ব্যাঙ্কের সংকীর্ণ রাজনীতি' বলে চিহ্নিত করে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

এদিন সকালে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে হিংসা এখন নিত্যদিনের ঘটনা! বাঙালি হিন্দুরা নিজেদের পরিবার, সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই অসহায় মানুষদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি না দিয়ে, মমতা সরকারের মন্ত্রীরা তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন, উপহাস করছেন!

এ কোন অমানবিকতার সাক্ষী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ? এ কোন রাজনীতি? ভোট ব্যাঙ্কের সংকীর্ণ রাজনীতি করতে গিয়ে যারা হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে সর্বতোভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, তারাই আজ কণ্ঠস্বর জোরালো করে অসহার নির্যাতিতদের অপমান করছেন!"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোষণের রাজনীতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন। কটাক্ষ করে বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। বুধবার সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করছেন তা তোষণের রাজনীতির সর্বোচ্চ শিখর। ইতিহাসে তাঁর নাম কালো অক্ষরে লেখা উচিত।'

সুকান্ত মজুমদার আরও বলেছেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী বিলের কারণে পশ্চিমবঙ্গে যে ধরণের ঘটনা ঘটেছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত ছিল একজন লৌহমানবীর মতো কাজ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া।'

পশ্চিমবঙ্গের কিছু স্থানে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বুধবার রাজ্যের সর্বত্র 'হিন্দু শহিদ দিবস' পালনের আর্জি জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

এদিন সকালে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ জাফরাবাদে রাজ্য সরকার পোষিত মৌলবাদী জেহাদী অপশক্তির আক্রমণে শহিদ দুই হিন্দু হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের হত্যার প্রতিবাদে আজ রাজ্যের সর্বত্র হিন্দু শহিদ দিবস পালন করুন।"

"কমরেড এখন রামরেড", কটাক্ষ কুণালের

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): "সিপিএমের মিছিলে যাচ্ছেন দেখলেই বুঝবেন বিজেপির ভোটার।" বুধবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি লিখেছেন, "জেনে রাখুন, সিপিএমের ব্রিগেডে যাঁরা যাবেন, তাঁরা বিজেপিকে ভোট দেবেন। মুখে শুধু বাতেলা। ওটা লোকদেখানো। ৯৯ কমরেড এখন রামরেড। ভোটের অঙ্ক সেকথাই বলছে। আবার মিলিয়ে নেবেন।"

এর আগে, মঙ্গলবার বেশি রাতে তিনি পৃথক এক্সবার্তায় লিখেছেন, "সিপিএম নাকি ব্রিগেড ডেকেছে। যে কজন যাবেন, লাল পতাকা হাতে হাঁটবেন, যাঁদের ছবি দেখিয়ে কদিন ফেসবুকে হাঁকডাক করবেন ওঁরা; তাঁদের অধিকাংশই তো ব্রিগেড থেকে ফিরে ভোটের সময় বিজেপিকে ভোট দেবেন। সেই কারণেই তো সিপিএমের ভোট ৫এ নেমেছে, বিজেপি তার সুবিধে নিয়েছে।

ব্রিগেডে সিপিএমের সভা মানে বকলমে বিজেপির ভোটারদের পিকনিক। ব্রিগেডের মঞ্চের লম্ফঝম্ফ আর ভোটের ু তো আগেও মেলেনি। আবার ২০ তারিখের নাটক। সিপিএমের সভায় ব্রিগেড চলো আর বিজেপিকে ভোট দিতে ব্রিগেড থেকে ফেরো। মাঝখানে শুধু মিডিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়ায় বাতেলাবাজির প্রচার।"

ফের আগুন ধুলিয়ানে

মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ-হিংসায় ফের আগুন জ্বলল ধুলিয়ানে। এবার তৃণমূল পরিচালিত ধুলিয়ান পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের দাদার দোকানে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ধুলিয়ানের উপ পুরপ্রধান সুমিত সাহার দাদা প্রবীর সাহার ধুলিয়ানের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে কসমেটিক্সের দোকান রয়েছে। ব্যবসায়ীর পরিবারের সন্দেহ, বুধবার সকালে দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থল থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে ব্যবসায়ীর বাড়ি। তিনি এসে দেখেন সব শেষ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল, পুলিশের নজরদারি চলছে। তারপরও কীভাবে তাণ্ডব? উঠছে প্রশ্ন।

ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য থাকা নিয়ে শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য থাকা নিয়ে নয়া আইনের বিধানে সরব হয়েছেন সংখ্যালঘুরা। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে বিষয়টি মাত্রা পায়। কপিল সিব্বল ওাকফ বোর্ডে হিন্দু সদস্যদের থাকা নিয়ে সওয়াল করেন। প্রধান বিচারপতি জানান, দু'জন মাত্র অমুসলিম সদস্য থাকবেন। সিব্বলের পাল্টা সওয়াল, নতুন আইনে বলা হয়েছে 'অন্তত দু'জন অমুসলিম' সদস্য থাকবেন।প্রধান বিচারপতির আইনজীবী এ দিন সরকারি কৌশুঁলি তুষার মেহতাকে প্রশ্ন, "এখন থেকে কি মুসলিমদেরও হিন্দু সম্পত্তি বোর্ডের সদস্য হতে দেওয়া হবে?"বিচারপতি বিশ্বনাথনের পর্যবেক্ষণ, "সংবিধানের ২৬ নম্বর ধারায় যা লেখা, তার সঙ্গে ধর্মীয় আচারকে মিলিয়ে দেওয়া যাবে না।'

ওয়াকফ সমাবেশেও এসএসসি কাণ্ডে সরব মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): এসএসসি-কান্ডে চাকরি বাতিলের নেপথ্যে বাম-বিজেপির চক্রান্ত ও আদালতের এক পাক্ষিক মনোভাবকে বুধবার ফের দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে নেতাজি ইন্ডোরের ওয়াকফ সমাবেশে তিনি বলেন, "ওরাই চাকরি খেয়েছে, আবার ওরাই কথা বলছে। ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হল একতরফা।" শীর্ষ আদালতের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সংসদে ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে সুর চড়িয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি বলেই দাবি করেন। এর প্রেক্ষিতেই তাঁর মুখে শোনা যায় এসএসসির চাকরি বাতিল প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "২৬ হাজার চাকরি বাতিল হল একতরফা। অনেক সময় বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে।'

জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি অরুণ পাল্লি, নিলেন শপথ

জম্মু, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): বিচারপতি অরুণ পাল্লি বুধবার জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ, হাইকোর্টের বিচারপতি এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি জিএস সান্ধাওয়ালিয়াও উপস্থিত ছিলেন। জম্মুর কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিচারপতি পাল্লির পিতা-মাতা, পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বর্তমান এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা, আইনজীবী, পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবরাও উপস্থিত ছিলেন।

আটা মিলে আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ সংযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশে শুরু কাজ

দুর্গাপুর, ১৬ এপ্রিল (হি. স.) : পানাগড় হনুমান মন্দির এলাকার এক বেসরকারি আটা মিলে বুধবার হাইকোর্টের নির্দেশে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় শুরু হল আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ১১ কেভি ওভারহেড লাইন বসানো নিয়ে আপত্তি জানিয়ে স্থানীয়রা আগে থেকে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

ঝুঁকির কারণেই প্রশাসন আন্ডারগ্রাউন্ড সংযোগের পরামর্শ দেয়। তবে ড্রেনেজ ও জলের পাইপলাইনের কথা তুলে তাতেও আপত্তি ওঠে। শেষে আটা মিল কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে যায়। ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর হাইকোর্ট আন্ডারগ্রাউন্ড সংযোগের অনুমতি দেয় সমস্ত সুরক্ষা বিধি মেনে।বুধবার সেই নির্দেশ মেনে কংক্রিট রাস্তার মাঝখান দিয়ে প্রায় দেড় মিটার গভীরে আড়াইশো মিটার বিদ্যুৎ তার পাতার কাজ শুরু হয়। আটা মিলের মালিক রতন আগরওয়াল জানান, "হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই সম্পূর্ণ সুরক্ষা বিধি মেনে সংযোগের কাজ চলছে।" বিশৃঙ্খলা এড়াতে এলাকায় মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশ।

"হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভাগাভাগি করতে চান", কটাক্ষ মমতার

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): "আপনি বাংলার ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটাতে চান, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভাগাভাগি করতে চান।" ইমাম মোয়াজ্জেমদের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে বুধবার এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা বলেন, "আপনার জুমলা সরকার খালি বলে আমরা শুধু হিন্দুদের জন্য। এই কারণেই দেশে অশান্তি। এভাবে চললে তো দেশটা ভাগ হয়ে যাবে। জোড়ার চেষ্টা করুন। ভাঙবেন না।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, "আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না। আপনাদের প্ল্যানিংটা কী? আপনি ইউনুসের সঙ্গে গোপন বৈঠক করুন। তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকবে কেন?" মমতার কথায়, "সীমান্ত দিয়ে কে ঢুকছে, কে বেরোচ্ছে রাজ্য সরকার জানতে পারে না।" এখানেই থেমে না থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিজেপি কেন বাইরের লোক এনে এখানে গন্ডগোল পাকাবে? কেন এজেন্সির মাধ্যমে দাঙ্গা করাবে?"

হরিয়ানায় মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী ব্যক্তি

যমুনানগর, ১৬ এপ্রিল : হরিয়ানার যমুনানগর জেলাতে মানসিক অবসাদে এক ব্যক্তি আত্মঘাতী হল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম প্রমোদ কুমার (৪০)। সে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেন। বুধবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃত প্রমোদ পেশায় কৃষক ছিল। গত ১৬ বছর ধরে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিল সে এবং তার চিকিৎসা চলছিল। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জ্বালানির অভাবে আমৌসিতে জরুরি অবতরণ দুবাই-কাঠমান্ডু উড়ানের

লখনউ, ১৬ এপ্রিল (হি. স.) : দুবাই থেকে কাঠমান্ডু যাওয়া একটি ফ্লাইট বুধবার জ্বালানির অভাবে জরুরি অবতরণ করে লখনউ—এর আমৌসি বিমানবন্দরে। পরে জ্বালানি ভরে উড়ানটি কাঠমান্ডুর উদ্দেশে রওনা দেয়।

অন্যদিকে, দিল্লি থেকে লখনউ আসা এক ফ্লাইটে কিছু যাত্রীর লাগেজ ভুলবশত দিল্লিতে রয়ে যায়। এতে বিমানবন্দরে উত্তেজনা ছড়ালেও পরে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এখনও থমথমে মুর্শিদাবাদ ধুলিয়ানে মোতায়েন বাহিনী, শান্তি চাইছেন স্থানীয়রা

মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদে যে অশান্ত হয়েছে, তারপর থেকে কয়েকদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। তবুও এখনও থমথমে রয়েছে পরিস্থিতি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা লাগাতার টহল দিচ্ছেন। দোকান-বাজার খুলেছে, তবুও যেন পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত ধুলিয়ান শহর গত ১১ এপ্রিল অশান্ত হয়ে উঠেছিল, সেখানে বুধবারও নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছে। সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা এখন শান্তি চাইছেন। বুধবার সকালে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেছেন, 'এখানে যা ঘটেছে তা ঠিক নয়। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা করার নামে হিন্দুদের বাড়িঘর এবং মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। সকল হিন্দু এবং মুসলিম এখানে একসঙ্গে থাকে, কিন্তু যদি কেউ বাইরে থেকে এসে দাঙ্গা উস্কে দেয়, তাহলে তা ভুল। আমরা চাই সবাই শান্তিতে থাকুক এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক।'

সামশেরগঞ্জ ছাড়া সর্বত্রই চালু ইন্টারনেট পরিষেবা, এখনও জারি ১৬৩ ধারা

মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): ধীরে ধীরে হলেও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে মুর্শিদাবাদ। নতুন করে কোথাও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল চলছে নিয়মিত, স্পর্শকাতর এলাকায় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। এমতাবস্থায় বুধবার সামশেরগঞ্জ ছাড়া সর্বত্রই ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এখনও জারি রয়েছে ১৬৩ ধারা।

সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে গত শুক্রবার থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের একটি অংশ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে। ইতিমধ্যেই দোকান খুলেছে, যানবাহনও চলাচল করছে। নতুন করে আর অশান্তির ঘটনা ঘটেনি, ভয়ে-আতঙ্কে যারা মালদা চলে গিয়েছেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তবে, মালদার ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষজন এখনও আতঙ্কেই রয়েছেন।

অশান্তির দায় কংগ্রেসের ওপর চাপানোর ইঙ্গিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): "কংগ্রেসের উচিত ছিল, উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা।" বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম-মোয়াজ্জেনদের সমাবেশে সরাসরি এই মন্তব্য করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুক্তি দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতার মাঝে মুর্শিদাবাদের যেসব এলাকায় অশান্তি ছড়িয়েছে, সেসব আসলে মালদার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। সেটি কংগ্রেসের জেতা আসন।

তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, "এটা পূর্বপরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক অশান্তি। অনেক প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে, অশান্তি করা হয়েছে। যদি তৃণমূলই এসব করত, তাহলে তৃণমূলের সাংসদ, বিধায়কদের বাড়িতে হামলা হতো না। তাঁদের আক্রান্ত হতে হতো না এদিকে, আপনি কেন এসব করছেন? আপনি তো কোনওদিন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না।" পরোক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে বুধবার এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেতাজী ইন্ডোরের সমাবেশে মমতার অভিযোগ, "একটা ভিডিওয় দেখছিলাম যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে সূত্রের একটা রিপোর্ট বলছে, মুর্শিদাবাদের অশান্তিতে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা জড়িত। তাহলে কার দায় সেটা? সীমান্ত পেরিয়ে যে বাংলাদেশিরা ঢুকেছে, তার জন্য দায়ী কে? বিএসএফ কাদের নির্দেশে কাজ করে? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে। আমাদের কী দোষ? আপনার বিএসএফ কেন ঢুকতে দিল বাংলাদেশিদের?"

বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম-মুয়াজ্জেনদের সমাবেশে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে কোন পথে লড়তে হবে, এদিনের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে তা বুঝিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাকায় শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিয়ে তিনি বললেন, "এখানে নয়, দিল্লিতে আন্দোলন করুন।" মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা পরিস্থিতির জন্য সরাসরি বিজেপি তথা কেন্দ্রের সরকারকে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, মুর্শিদাবাদে সম্প্রতি যে ধর্মীয় অসন্তোষ ও অশান্তির ঘটনা ঘটেছে তা পরিকল্পিত ঘটনা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অশান্তি 'প্ল্যান করে' পাকানো হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকতে দিয়েছে বিএসএফ। বাইরে থেকে লোক এনেছে বিজেপি। তারাই অশান্তির আগুন জ্বেলেছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না। আপনাদের প্ল্যানিংটা কী? আপনি ইউনুসের সঙ্গে গোপন বৈঠক করুন। তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকবে কেন?"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিজেপি কেন বাইরের লোক এনে এখানে গন্ডগোল পাকাবে? কেন এজেন্সির মাধ্যমে দাঙ্গা করাবে? আমি জেনেছি বাচ্চা ছেলেদের পাঁচ ছ'হাজার টাকা করে হাতে দিয়ে ইট ছোড়াচ্ছে"।

ওয়াকফ ইস্যুতে সম্প্রতি বাংলার মুর্শিদাবাদ-সহ বেশ কয়েকটি জেলা অশান্ত হয়ে উঠেছিল। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। এই আবহে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর একগুচ্ছ কটাক্ষ যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

উত্তরাখণ্ডের মাদক সহ গ্রেফতার পাচারকারী

হরিদ্বার, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার জেলার রুরকিতে চেকিংয়ের সময় একটি গাড়ি থেকে ২৯১৫টি মাদক ইনজেকশন ও ৫০ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশের অভিযানে মাদক পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত হয়। জানা গেছে, অভিযুক্ত হোয়াটসঅ্যাপে অর্ডার নিয়ে সস্তায় ইনজেকশন কিনে বেশি দামে বিক্রি করত। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। পুলিশ চক্রের অন্য সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

এনআইএ তদন্ত চেয়ে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ আক্রান্তদের পরিবারের

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): কয়েক দিন ধরে মুর্শিবাদের কয়েকটি জায়গায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। সেই অশান্তির ঘটনায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করল আক্রান্তদের পরিবার। আক্রান্ত পরিবারগুলির দাবি, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতার নামে চক্রান্ত চলছে মুর্শিদাবাদে। তাঁদের আর্জি, এই চক্রান্তের নেপথ্যের জাল ছিঁড়তে এনআইএ-র হাতে তদন্তভার দেওয়া হোক। সুতি, ধুলিয়ান, শমসেরগঞ্জ-সহ একাধিক এলাকার বেশ কয়েক জন বাসিন্দা বুধবার বিষয়টি নিয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রসঙ্গত, সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে গত শুক্রবার থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের একটি অংশ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে। অভিযোগ, অশান্তির ঘটনায় অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। ঘরছাড়া অনেকে।

মুর্শিদাবাদে মৃত্যুর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযুক্ত করে তোপ শুভেন্দুর

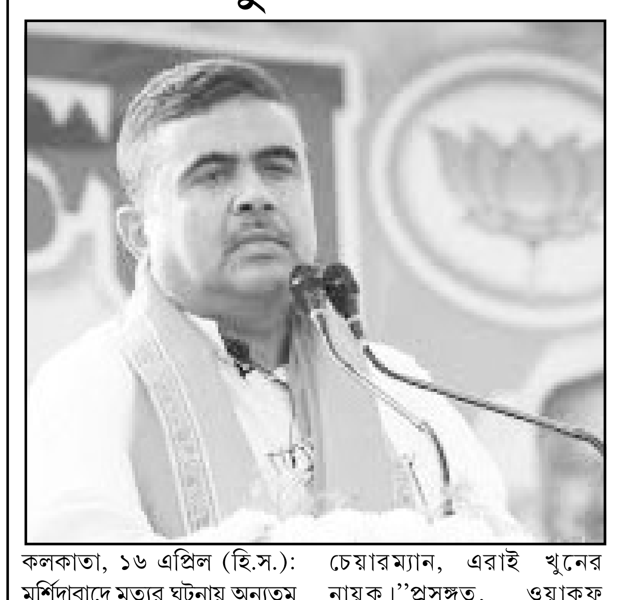

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদে মৃত্যুর ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার এই বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন বিধানসভা ভবনের সামনে 'হিন্দু শহিদ দিবস' পালন অনুষ্ঠানে শুভেন্দুবাবু বলেন, "মিথ্যাবাদী মমতা। আপনার ফরাক্কার এমএলএ—র দাদা, কিষানগঞ্জের এমএলএ, আপনার ধুলিয়ানের চেয়ারম্যান, এরাই খুনের নায়ক।"প্রসঙ্গত, ওয়াকফ সংশোধনী আইন এর প্রতিবাদে বাংলার কোথাও কোথাও অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে পুলিশের দাবি, তাদের সক্রিয়তায় আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। এরাজ্যে নয়া ওয়াকফ আইন লাগু করার বিপক্ষে সরকার। এই অবস্থার মাঝেই বুধবার 'হিন্দু শহিদ দিবস' পালন করে বিজেপি।

এদিকে, মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় নিহত হিন্দু পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বুধবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো বিজেপি। এদিন কলকাতায় বিধানসভার বাইরে হিন্দু শহীদ দিবস পালন করে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় শুভেন্দু বলেছেন, 'রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ চলছে। হিন্দু জনগোষ্ঠী আবেগপ্রবণ, এটা দুঃখজনক। পুরো রাজ্য রাস্তায় নেমে হিন্দু শহীদ দিবস পালন করছে, মমতার পদত্যাগ করা উচিত। তাঁর জেলে যাওয়া উচিত, আমরা কাপুরুষ হিন্দু নই, আমরা স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু।' বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা নিরাপদ নয়। আমরা বারবার বলে আসছিলাম, আমাদের রাজ্যে একটি হিন্দু-বিরোধী সরকার ক্ষমতায় এসেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত মুসলমানদের চেয়েও বেশি মুসলিম হওয়ার আচরণে, হিন্দুদের বলি দিতে চান।' অশান্ত হয়ে ওঠা ধুলিয়ানে যেতে চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, গত কয়েক দিনের মধ্যে অন্য দলের নেতা-নেত্রীরা ধুলিয়ানে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মক্কেলকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বুধবার দুপুরেই এই মামলার শুনানি হবে।এ ছাড়াও বিচারপতি ঘোষের এজলাসে মুর্শিদাবাদ নিয়ে আরও একটি মামলা দায়েরের অনুমতি চাওয়া হয়। একটি সংগঠন ধুলিয়ানে ঘরছাড়াদের জন্য ক্যাম্প করতে চায়। জেলাশাসকের কাছে অনুমতি চাওয়া হয় এই ব্যাপারে। অভিযোগ, জেলাশাসক অনুমতি দেননি। বিচারপতি ঘোষের এজলাসে বিষয়টি উল্লেখ করা হলে ওই সংগঠনের আইনজীবীদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিচারপতি অমৃতা সিংহের এজলাসে। তাঁর এজলাসেই শুনানি হবে।

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন হাইকোর্টে

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলার দ্রুত শুনানির জন্য হাইকোর্টে আবেদন জানালেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা । বুধবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি দ্রুত শোনার আবেদন করা হয় মামলাকারীদের একাংশের তরফে।

তাঁদের বক্তব্য, এই মামলায় অন্তর্বর্তী নির্দেশ রয়েছে। তার ফলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাই দ্রুত শুনানির ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়। এই বিষয়ে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'মামলার বাকি সবপক্ষকে নোটিস দিতে হবে। একই সঙ্গে মামলার বাকি সবপক্ষকে শুনানির দিন ঠিক করার জন্য আদালতে আবেদন করতে হবে। না-হলে একপক্ষের আবেদন শুনে আদালত শুনানির দিন ঠিক করলে তাতে নির্দিষ্ট দিনে শুনানি নাও হতে পারে।'

আদালতের পরামর্শ অনুযায়ী বুধবার ও বৃহস্পতিবার সব পক্ষকে নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আবেদন করার কথা মামলাকারীদের । গত ৭ এপ্রিল বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলাটির শুনানি ছিল। কিন্তু তিনি মামলাটি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন।

বক্সনগরে এয়ারটেলের নেটওয়ার্ক বিপর্যয় — চরম ভোগান্তিতে স্থানীয় গ্রাহকরা

বক্সনগর, ১৬ এপ্রিল : বক্সনগর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় এয়ারটেলের মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবায় দীর্ঘদিন ধরেই চলছে মারাত্মক অবনতি। দিনকে দিন পরিস্থিতি এতটাই খারাপের দিকে যাচ্ছে যে, দৈনন্দিন কাজে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

বিশেষ করে বক্সনগর, মধ্যবক্সনগর, আশাবাড়ি ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট সিগন্যাল এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, মোবাইলে ইন্টারনেট চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

এক সময় এই অঞ্চলে ভাল পরিষেবা দেওয়ায় বহু মানুষ অন্যান্য টেলিকম সংস্থা ছেড়ে এয়ারটেল ব্যবহার শুরু করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে চিত্র একেবারেই উল্টো। দুর্বল নেটওয়ার্কের ফলে অনেকে বাধ্য হচ্ছেন অন্য পরিষেবায় চলে যেতে।

সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন ছাত্রছাত্রী ও ব্যবসায়ীরা। ছাত্রদের অভিযোগ, অনলাইন ক্লাস এবং অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে না পেরে পড়াশোনায় মার খাচ্ছে তারা। অন্যদিকে, ব্যবসায়ীদের একাংশ জানিয়েছেন, অনলাইন পেমেন্ট ঠিকমতো না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।

ডেটা প্ল্যান সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও ইন্টারনেট সংযোগ মিলছে না বহু গ্রাহকের। যদিও কল পরিষেবা এবং রিচার্জ সংক্রান্ত পরিষেবা মোটামুটি স্বাভাবিক রয়েছে, তবে ইন্টারনেট বিভ্রাট ঘিরে জমছে প্রবল ক্ষোভ।

পূর্বেও স্থানীয় গ্রাহকরা একত্রিত হয়ে এয়ারটেল অফিসে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, যার পরে কিছুটা উন্নতি হলেও বর্তমানে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। অনেকেই দীর্ঘ মেয়াদী ডেটা প্ল্যান রিচার্জ করে এখন সমস্যায় পড়েছেন।

অভিযোগ জানানোর জন্য থাকলেও একটি মাত্র টোল ফ্রি নম্বর, কিন্তু সেখান থেকেও মিলছে না কোনও কার্যকর সমাধান।

এই পরিস্থিতিতে আবারও প্রতিবাদের পথে হাঁটার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বহু গ্রাহক। এক সময়ের নির্ভরযোগ্য টেলিকম সংস্থা আজ বক্সনগরে আস্থার সংকটে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে বড়সড় গ্রাহক বিক্ষোভ ঘটতে পারে।

মডেল পঞ্চায়েত ঘোষণার পর বদলে যাচ্ছে সালেমার চেহারা, উন্নয়নে খুশি এলাকাবাসী

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কমলপুর মহকুমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সালেমা। সম্প্রতি মডেল পঞ্চায়েত হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই পাল্টে যাচ্ছে এলাকার চিত্র। দীর্ঘদিন অবহেলিত এই অঞ্চল এখন কৃষি ভিত্তিক এলাকা থেকে বানিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিতি পাচ্ছে।

২০১৬ সালের আগে পর্যন্ত উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া না থাকায় সালেমাবাসীর মধ্যে একধরনের হতাশা ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর থেকে বিধায়িকা ও প্রশাসনের উদ্যোগে সালেমার চেহারা বদলাতে শুরু করে। বিশেষ করে ২০২৪ সালে সরকার সালেমা পঞ্চায়েতকে 'মডেল পঞ্চায়েত' হিসেবে ঘোষণা করার পর উন্নয়নের ধারা আরও গতিশীল হয়েছে।সালেমা বাজার সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত সরকারি পুকুরকে কেন্দ্র করে শুরু হয় সৌন্দর্যায়নের কাজ। পুকুরটি খনন করে চারপাশে ইট ও সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়, লোহার গ্রীল দিয়ে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি আলোকসজ্জা ও বসার ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। প্রবীণ নাগরিকদের প্রাতঃভ্রমণের জন্য পথ তৈরি করা হয়েছে।

নাশকতার আগুনে

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখায় পার্কের একাংশই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়েছে ওই পার্কটি। এনিয়ে চারবার আগুন লাগানো হয়েছে। অব্যশ, এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে কেই কিছুই বলতে পারেননি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অত্যাধুনিক রোগ নির্ণয় ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: দুধ, ডিম, মাছ এবং মাংস উৎপাদনে রাজ্যকে স্বনির্ভর করার জন্য ৯৬৯ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্পের প্রস্তাব করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

বুধবার কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে দুধ, ডিম, মাংস এবং মাছ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের বিষয়ে উচ্চ-স্তরীয় টাস্ক ফোর্সের ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করে এই প্রস্তাব তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, দুধ, ডিম, মাংস এবং মাছ ত্রিপুরায় জনসংখ্যার স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ সরবরাহ করে।

তিনি বলেন, ডেয়ারি খাতে ২০২৩-২৪-এ ত্রিপুরায় দুধের উৎপাদন ছিল ২.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন, যেখানে চাহিদা ছিল ২.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন। এক্ষেত্রে উৎপাদনের তুলনায় চাহিদার ব্যবধান ছিল ০.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুধ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য ত্রিপুরা আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন (এআই) -এ প্রচলিত এবং সেক্স সর্টেড সিমেন উভয়কে বেছে নিয়েছে। এই পদ্ধতিতে মহিলা বাছুরের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। (যা মহিলা থেকে পুরুষ অনুপাত ৯০:১০ হবে)। গত ৩ বছরে ত্রিপুরা এআই এর সেক্স সর্টেড সিমেন (এসএসএস) ব্যবহার করে ২.৬ লক্ষ ডোজ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রায় ৫০,০০০ মহিলা বাছুর উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও, উন্নত মানের ক্রস-ব্রিড গাভী বিতরণ করা হয়েছে, বাছুরের বৃদ্ধির পুষ্টিকর খাবার কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে এবং গোমতী মিল্ক ইউনিয়নের অধীনে দুধ সমবায়কে শক্তিশালী করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিটি জেলায় ২০০টি গবাদি পশু রাখার ক্ষমতা সম্পন্ন ডেয়ারি ফার্ম এবং ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গোমতী কোঅপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসারস ইউনিয়ন লিমিটেডকে এনডিডিবি (ন্যাশনাল ডাইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড) এর সহায়তার মাধ্যমে শক্তিশালী করার দাবি রাখেন। এনডিডিবির সহায়তায় প্রতিটি মহকুমায় বাল্ক মিল্ক কুলিং স্টেশন/মিল্ক চিলিং ভ্যান গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখেন।

ডিমের খাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ত্রিপুরায় ডিমের মাথাপিছু প্রাপ্যতা প্রতি বছর প্রতি ব্যক্তি পিছু ৮৭টি ডিম, উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ, যেখানে প্রতি বছরে প্রতি ব্যক্তি পিছু গড়ে ২৫টি ডিম। মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ যোজনার অধীনে গত ২ বছরে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ ছানা বিতরণ করে এটা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

এই লক্ষ্যকে আরও বাড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিলের কৃষক/স্বসহায়ক গ্রুপ/উৎপাদক গোষ্ঠীগুলিকে মিনি হ্যাচারি সরবরাহের জন্য ১৫ কোটি টাকা প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছেন এবং বর্তমানে থাকা ছয়টি পোল্ট্রি/হাঁসের সরকারি খামারগুলির উন্নতিকরণের জন্য ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও একটি প্রকল্পের প্রস্তাব রাখেন।

মাংস খাতে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় একটি মাংস উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্যাকেজিং সেন্টার স্থাপন করার জন্য ১৭ কোটি টাকার প্রকল্পের প্রস্তাব করেছেন। উত্তর -পূর্ব ভারতে পশু খাদ্য ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ত্রিপুরায় প্রাণী সম্পদ, হাঁস -মুরগি এবং ফিশারিগুলির জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ফিড মিক্সিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার প্রস্তাব রাখেন তিনি।

এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় একটি অত্যাধুনিক রোগ নির্ণয় ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রস্তাবও দেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা যেহেতু বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাই আন্ত-সীমান্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা এখানে খুব বেশি। যদিও সেরো-সার্ভিলেন্স এবং নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়মিত টিকা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। বাংলাদেশের সাথে রাজ্যের সান্নিধ্য এবং রোগগুলির সাথে সম্পর্কিত সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে, উত্তর-পূর্বের ত্রিপুরায় একটি অত্যাধুনিক রোগ নির্ণয় পরীক্ষাগার স্থাপন করার প্রস্তাব রাখা হয়।

রাজ্যে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, উত্তর পূর্ব কাউন্সিল স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য আগামী ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন সহজ করতে পারে। এরমধ্যে রয়েছে মৎস্য চাষে সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ১২৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,০০০ হেক্টর নতুন জলাশয় তৈরি, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ৪২৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫,০০০ হেক্টর জলাশয় তৈরি। ১৩০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০০ হেক্টর বিদ্যমান জলাশয়ে সুসংহত মাছ চাষ। ১২০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০০০ হেক্টর বিদ্যমান জলাশয়ে মাছ চাষ। ত্রিপুরায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১টি ব্রুড ব্যাংক গড়ে তোলা। আধুনিক সুবিধা সহ পাইকারি এবং খুচরা মাছের পোনা বাজার স্থাপনের জন্য ১০.০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।

ধর্মনগরে বিজেপির জেলা কার্য্যালয়ে ন্যাশনাল হেরাল্ড কেস নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন

ধর্মনগর, ১৬ এপ্রিল:ধর্মনগরের ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা কার্য্যালয়ে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সভাপতি কাজল দাস, জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ সহ জেলা ও মহকুমা স্তরের অন্যান্য পদাধিকারী নেতৃবৃন্দ।

সাংবাদিক সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বহুল আলোচিত ন্যাশনাল হেরাল্ড কেস। এই প্রসঙ্গে রাজীব ভট্টাচার্য্য বিভিন্ন জাতীয় সংবাদমাধ্যমআজতক, ডিএনএ, নবভারত, টাইমস, বিবিসি, এবিপি নিউজ, ভাস্কর, জনসত্ত্ব ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত তথ্য ও বিশ্লেষণ সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন।

তিনি জানান, ন্যাশনাল হেরাল্ড কেসে জাতীয় রাজনীতিতে যে জটিলতা ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা জনসাধারণের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা জরুরি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বিষয়টির আইনি দিক এবং এর রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েও বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেন।

বিজেপি নেতৃবৃন্দ জানান, এই ধরনের সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলের অবস্থান জনগণের কাছে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা বজায় থাকবে।

ধর্মনগরে চলছে অগ্নি নির্বাপক সপ্তাহ, নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে দমকল দপ্তর

ধর্মনগর, ১৬ এপ্রিল : সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর ত্রিপুরার জেলা সদর ধর্মনগরেও ১৪ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে 'অগ্নি নির্বাপক সপ্তাহ'। এই সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি চলবে আগামী ২০ এপ্রিল পর্যন্ত।

এই উপলক্ষে ধর্মনগরে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৪ এপ্রিল সকালেই দমকল দপ্তরের সামনে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

আজ ১৬ এপ্রিল ধর্মনগরের বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনের মাঠে আয়োজিত হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মহড়া। এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন দমকল বাহিনীর সদস্যরা। বিভিন্ন বিপর্যয় মোকাবিলার কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।

এছাড়াও আগামীকাল ১৭ এপ্রিল ধর্মনগরে এক বিশেষ বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান দমকল দপ্তরের আধিকারিক ধমনজিত দেববর্মা। তিনি আরও জানান, ১৪ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত অগ্নি নির্বাপক সপ্তাহ উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, অগ্নিকাণ্ডের প্রাথমিক প্রতিরোধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে দ্রুত প্রতিক্রিয়া গড়ে তুলতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করাই এই সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য।

শালবাগানে ঝুলন্ত

● প্রথম পাতার পর

জানা যায়নি। আনুমানিক বয়স চল্লিশ বছর। মৃতদেহটি গোমতী জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, ঘটনার কারণ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এটি আত্মহত্যা না অন্য কিছু, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। এই ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বেআইনি ভাবে

● প্রথম পাতার পর

তাঁদের কথায় দুনিয়া চলে না। আসলে বাংলাদেশে ইসনূস সরকারের আর বেশিদিন নেই। এদিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ইউনূসকে "নতুন মোল্লা" বলে ঠুকলেন তিনি।

গাছ ভেঙে মর্মান্তিক মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ আমবাসা ব্লকের নাইলাহাবাড়িতে রেগার কাজ চলছিল। ওই কাজ করার সময় গাছ ভেঙে পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুই শ্রমিকের। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন। নিহতের নাম রবার্ট মলসম (২২) এবং জুহিরানী মলসম। গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন সূর্যসা মলসম (৩৫), জগৎভক্ত মলসম (৫০)। তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

এলাকা পরিদর্শন ও

● প্রথম পাতার পর

বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। বিশেষ করে মাদক পাচারকারী এবং এরসঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা এবং ড্রাগস প্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। প্রতিটি জেলার থানা এলাকায় অবৈধ কার্যকলাপের সাথে জড়িতদের তালিকা যথাযথভাবে তৈরি করে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে আরক্ষা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন।

আজকের পর্য্যালোচনা বৈঠকে স্বাস্থ্য, পানীয়জল, শিক্ষা, আইন শৃঙ্খলা, রাস্তাঘাট, মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয় সমূহ গুরুত্ব সহ আলোচিত হয়। আগরতলা শহরে পানীয়জল সরবরাহ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সভায় গুরুত্বারোপ করেন।

রাজ্য সচিবালয়ে আয়োজিত আজকের এই বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব অপূর্ব রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন, রাজস্ব দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব তমাল মজুমদার, মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. সমিত রায় চৌধুরী, পূর্ত (সড়ক ও সেতু) দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ার রাজীব দেববর্মা, পূর্ত (পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান) দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ার রাজীব মজুমদার সহ বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নববর্ষে রেলে কাটা

● প্রথম পাতার পর

এলাকাজুড়ে গুঞ্জন চলছে। যদিও রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করছে এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে।

স্বাভাবিকভাবেই নববর্ষের দিনে সাতসকালে এই ভয়ানক ঘটনা এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি করেছে এবং দাবি উঠেছে উপযুক্ত তদন্তক্রমে ঘটনার পেছনে কি রয়েছে তা যেন বেরিয়ে আসে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হচ্ছে।

মৃতদেহের সাথে মৃত যুবকের সমস্ত প্রকারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল; এই কাগজপত্রের মধ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ,ভোটার আই.ডি কার্ড থেকে শুরু করে তার বাড়ির লোকেদের সাথে তোলা ছবিও ছিল। এই সমস্ত ঘটনা গুলো এই মৃত্যুর পেছনে থাকার কারণ নিয়ে ব্যাপক ধোঁয়াশা তৈরি করছে যদিও এখন অপেক্ষা পুলিশি তদন্তে কি বেরিয়ে আসে।

স্বামীর মারে আহত বধূ

● প্রথম পাতার পর

অন্তর্গত তারাপুর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মাসুক মিয়ার কন্যা জোসনা বেগমের সঙ্গে প্রায় ১৭ বছর আগে সামাজিকভাবে বিবাহ হয় কৈলাসহর থানার অন্তর্গত বাগাছড়া এলাকার বাসিন্দা হান্নান মিয়ার। বর্তমানে ওই দম্পতির সংসারে রয়েছে তিন সন্তান।

অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য হান্নান মিয়া স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। মঙ্গলবার রাতে নির্যাতনের মাত্রা চরমে পৌঁছায়। হান্নান মিয়া স্ত্রী জোসনাকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত হান্নান মিয়ার মা নেহারুন বিবিও জড়িত ছিলেন বলে দাবি।

মারধরের ফলে জোসনা বেগম গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তার চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

বুধবার দুপুরে জোসনার পিতা কৈলাসহর মহিলা থানায় হান্নান মিয়া ও তার মায়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

নববর্ষে বিদ্যুৎহীন কল্যাণপুর

● প্রথম পাতার পর

সাবস্টেশন থেকে আসা ৩৩ কেভির লাইনের উপর প্রচুর গাছ ও বাঁশ পড়ে গিয়ে লাইন ফল্ট হয়। গাছ সরাতে সারারাত লেগে যায় লাইন কর্মীদের।

এই বিদ্যুৎ লাইন তেলিয়ামুড়ার গামাইবাড়ি এবং খোয়াইয়ের ধলাবিল সাবস্টেশন থেকে কল্যাণপুরে আসে। অথচ গত ১৪ মার্চ থেকে গামাইবাড়ির মেইন লাইন বিকল হয়ে আছে। সেখানে ৬.৩ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্রান্সফরমার সারাইয়ের জন্য লাইনটি বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছেন গামাইবাড়ির সিনিয়র ম্যানেজার উত্তম দেববর্মা।

প্রশ্ন উঠছে, এই ট্রান্সফরমার সারাইয়ে এত দীর্ঘ সময় লাগছে কেন? এমন পরিস্থিতিতে ট্রান্সফরমারটি কি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া যেত না? কল্যাণপুরে বর্তমানে ৩৩ কেভির একটি মাত্র ধলাবিল লাইন সচল রয়েছে, যা এই অঞ্চলের জন্য পর্যাপ্ত নয় বলেই মনে করছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মকর্তারা।

এদিকে কল্যাণপুরে রয়েছে ১১ কেভির মোট পাঁচটি ডিস্ট্রিবিউশন ফিডার কল্যাণপুর, আমপুরা, পশ্চিম ঘিলাতলী, কমলনগর এবং হাসপাতাল। নববর্ষের বিকেল থেকে এই পাঁচটি ফিডারও বিকল হয়ে পড়ে।

বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার নন্দন দেবনাথ স্বীকার করেছেন, কর্মী স্বল্পতার কারণে পরিষেবায় সমস্যা হচ্ছে। মাত্র ৬ জন লাইন স্টাফ থাকা এই ধরনের বড় বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে অপ্রতুল। ঠিকাদারদের সাহায্য নিতে হলেও তা খরচ সাপেক্ষ।

এলাকাবাসীরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছেন, 'বিল আদায়ে দপ্তর একদিনও দেরি করে না, অথচ সামান্য সমস্যায় বিদ্যুৎ ফেরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরে। এই পরিষেবা নিয়ে আর কতদিন সহ্য করব?'

নববর্ষে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে গোটা কল্যাণপুরবাসী যে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য। মানুষের দাবি, অবিলম্বে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ভঙ্গুর বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করা হোক।

আগামী ৩ দিন

● প্রথম পাতার পর

উনোকোটি, ধলাই, খোয়াই, সিপাহিজলা ও পশ্চিম জেলার কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে একাধিক স্থানে। বিশেষ করে উত্তর জেলার কিছু অঞ্চলে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

তৃতীয় দিন অর্থাৎ শনিবার, উত্তর ও উনোকোটি জেলায় ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া সহ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। ত্রিপুরার অন্যান্য জেলাগুলিতেও এক বা দুটি স্থানে একই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া দপ্তর সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। জরুরি পরিষেবা সংস্থা ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

নববর্ষে লক্ষী নারায়ণ

● প্রথম পাতার পর

ব্যবসার উন্নতির জন্য পূজো দিয়ে খাতা ছুঁইয়ে ব্যবসা শুরু করতে চান। তাছাড়া, পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে লক্ষী নারায়ণ মন্দিরের সামনে মেলা শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ীরাও তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছেন।

সীমান্তে ৪.৫ কোটির

● প্রথম পাতার পর

চোরাচালান রুখতে নজরদারি ও অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। সম্প্রতি একের পর এক বড় সাফল্য এটাই প্রমাণ করে যে সীমান্ত রক্ষায় বিএসএফ সদস্যরা সর্বদা তৎপর এবং সচেতন।

জব্দকৃত ইয়াবা ও অন্যান্য সামগ্রী পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।বিএসএফ জানিয়েছে, দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তাদের অভিযান চলবে নিরবচ্ছিন্নভাবে।

প্রতিবাদে ইডি

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি সরকার কংগ্রেস এবং দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেসকে জনসম্মুখে ভুল প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ইডিকে ব্যবহার করছে। এই ইডির অপব্যবহারের মাধ্যমে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলের নেতা সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা করেছে। আসলে জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরাতে বিজেপি সরকার এই ষড়যন্ত্র করছে।

এদিন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, সংসদের বাইরে এবং ভিতরে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। তাতেই বিজেপি সরকার সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলের নেতা সোনিয়া গান্ধী ও বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে একের পর এক গভীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত হচ্ছে। এরই বিরুদ্ধে আজ ত্রিপুরার সব জেলায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। এদিন তিনি আরও বলেন, মোদি সরকার অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সামনের দিনের জন্য আপনারাও প্রস্তুত থাকুন। যে কাঠ পুতুলের মত ভূমিকা ইডি করে যাচ্ছে সেটা যাতে মনে রাখে। প্রত্যেকদিন সর্বভারতীয় স্তর থেকে বুথ স্তরে একটি ডাইরিতে সবকিছু লিখে রাখা হচ্ছে। আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টির দেওয়া শিক্ষা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে প্রয়োগ করা হবে।

এদিকে, বিজেপি সরকার সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলের নেতা সোনিয়া গান্ধী ও বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে একের পর এক গভীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত হচ্ছে। এর প্রতিবাদে আজ সারাদেশে সিবিআই এবং ইডি অবশেষে সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। এদিন উদয়পুর মহকুমা জেলা ডাকঘরের সামনে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

প্রথমে এদিন গোমতী জেলা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এক মিছিল বের হয়ে মিছিল করে জগন্নাথ দিঘির পূর্ব পারে জেলা ডাকঘর কার্য্যালয়ে সামনে এসে এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয় দলীয় নেতা ও কর্মীরা। শেষে গোমতি জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি টিটন পাল সাংবাদিকদের সামনে বলেন, দীর্ঘ ১২ বছর আগে একটি মিথ্যা মামলায় সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে হেনস্তা করছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। এরই প্রতিবাদে সারাদেশের সঙ্গে উদয়পুর মহকুমায় গোমতী জেলার প্রধান ডাকঘরের সামনে এসে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

টিটন পাল বলেন, সারাদেশে আর্থিক সংকট চলছে। আর এই বিরুদ্ধে জাতির কংগ্রেস সারাদেশে বিজেপির বিরুদ্ধে কর্মসূচি আন্দোলন সংঘটিত করার কারণে ১২ বছরের মিথ্যা একটি অভিযোগ এনে কংগ্রেস দল ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে হয়রানি করার বিরুদ্ধে এই কর্মসূচি বলে জানান টিটন পাল।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের

● আটের পাতার পর

চরম উদাসীনতা ও অমানবিকতার প্রমাণ। হাসপাতালের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানোর একমাত্র রাস্তা যদি এভাবে অযত্নে পড়ে থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত এই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হোক এবং জল নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা করা হোক, যাতে আর কোনও দুর্ঘটনার শিকার না হতে হয়এলাকাবাসীকে।

খোয়াইয়ের বেলফাঙে ড্রাগস সহ ধৃত দুই

● আটের পাতার পর

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে বলেও জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং

● আটের পাতার পর

অর্পিতা সাহা বলেন, 'আমরা যা কিছু করি, নতুন যা উদ্যোগ নেওয়া হয় তা শুধু গ্রাহকদের ভালো লাগার জন্য। আমরা এটাই সবসময় চেষ্টা করি আমাদের শোরুমে যে সমস্ত চোখ ধাঁধানো গয়নার সম্ভার রয়েছে সেরকম আরো আকর্ষণীয়, আধুনিক মানের এক্সক্লুসিভ গয়নার সম্ভার গ্রাহকদের জন্য তৈরি করা। তিনি আরও বলেন, 'সারা বিশ্বে প্ল্যাটিনামের যে চাহিদা তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য আমাদের মনে হয়েছে, এখন সময় এসেছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সও তাদের গয়না সম্ভারে প্ল্যাটিনামের উজ্জ্বলতা যোগ করুক।'

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেক ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'আমরা এই বছর 'শুভ অক্ষয়-তৃতীয়া" উদযাপনের সঙ্গে আগরতলায় গ্রাহকদের জন্য প্ল্যাটিনামের গয়না সংগ্রহ নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্ল্যাটিনাম গহনার (ঋক্টঞ্জ) দামের উপর ৭ ছাড়ের যে ১২ দিনের অফার রয়েছে সেটি গ্রাহকদের জন্য এক স্পেশাল প্রারম্ভিক অফার।' প্ল্যাটিনাম গয়নায় এই "স্পেশাল প্রারম্ভিক অফার" ২২ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আগরতলা শোরুমে চলবে। সারাবছর এই গয়নার সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে উপলব্ধ থাকবে। তাহলে দেখা হচ্ছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে !

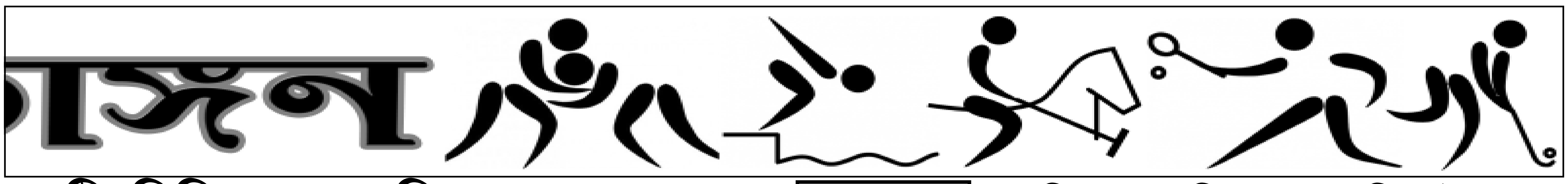

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস মেথডে কসমোপলিটনকে হারিয়ে ওপিসি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। খেলেছে কসমোপলিটন, জিতেছে ওপিসি। ক্রিকেটের নতুন নতুন পদ্ধতির কাছে হার মানতে হলো অপরাজেয় কসমোপলিটনকে। প্রথম ডিভিশন লীগের খেলায়। ২২ গজের উইকেটে শুধু ব্যাট আর বল চালালেই হবে না। বুদ্ধি, কৌশল এবং গাণিতিক অংক কষারও প্রয়োজন রয়েছে ক্রিকেট মাঠের আঙিনায়। ম্যাচ চলাকালীন সময়ে অকস্মাৎ বৃষ্টিজনিত কারণে খেলা থেমে গেলে ডিএলএস পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। বিষয়টা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর সেই পদ্ধতির গ্যারাকলে নিশ্চিত জয়টা হাতছাড়া হলো কসমোপলিটনের। রোমাঞ্চকর ভাবে দুই রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে ওপিসি-র সোনায় সোহাগা। তবে ওপিসির প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যান হিসেবে নবারুণ, সপ্তজিৎ, অর্জুন এবং শ্যাম শাকিলকে আলাদা করে বাহবা দিতেই হয়। কেননা তাঁরা প্রকৃতির আবহাওয়া জনিত পরিবর্তনের আভাস পেয়ে খেলাতেও বুদ্ধির কিঞ্চিত প্রয়োগ করেছে বলে। টার্গেট রানের গড় ছাপিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি দেখাতে না পারলে হয়তো ফলাফল বিপরীত হত। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লীগ ক্রিকেটের আসর। টিআইটি গ্রাউন্ডে কসমোপলিটন বনাম ওপিসি-র ম্যাচ। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ওপিসি প্রথমে ফিল্ডিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে কসমোপলিটন বিশেষ করে সৌরভ থুবরিকার-এর ৯২ রান, মিহির হিরোয়ানির ৪৬ রান এবং চন্দন রায়ের ২৩ রানের সুবাদে দলের স্কোর কিছুটা হলেও চ্যালেঞ্জিং এর মাত্রা পায়। ৪৯.২ ওভার খেলে কসমোপলিটন সবকটি উইকেট হারিয়ে ২২২ রান সংগ্রহ করে। সৌরভ ১১৮ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯২ রান পায়। সৌরভের যেমন ৮ রানের জন্য সেঞ্চু রির আফসোস। একইভাবে মিহির হিরোয়ানির অর্ধশতক হাত ছাড়া করে চার রানের জন্য। হিরোয়ানি ৪৫ বলে ৬টি বাউন্ডারি মেরে ৪৬ রান পায়। ওপিসি-র বোলার তথা অধিনায়ক শুভম ঘোষ ৩৮ রানে চারটি উইকেট পায়। এছাড়া অভিজিৎ দেববর্মা ও দিপেন বিশ্বাস পেয়েছে দুটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ওপিসি আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখে রানের গড়ের দিকে নজর দেয়। ১৫.৩ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে ৭১ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে আর খেলা চালানো সম্ভব হয়নি। ওপিসি-র সামনে ১৫.৩ ওভারের হিসেবে ৭০ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দেওয়া হয়। স্বাভাবিক কারণে ডি এল এস পদ্ধতিতে দুই রানের ব্যবধানে ওপিসি-কে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যাওয়ার সময় অরূপ ভরদ্বাজ ১৯ রানে এবং শ্যাম শাকিল গন এক রানে অপরাজিত ছিলে

মতি ত্রিপুরার ৫ উইকেট, মৌচাককে হারিয়ে ইউ: বিএসটি-র দ্বিতীয় জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মতি ত্রিপুরার দুর্দান্ত বোলিং। জয়ে ফিরেছে ইউনাইটেড বিএসটি। গুরুত্বপূর্ণ খেলায় মৌচাককে হারিয়ে। তাও অনেকটা রোমাঞ্চকর ভাবে দুই উইকেটের ব্যবধানে। তবে এই জয়ের সুবাদে ইউনাইটেড বিএসটি-র ক্রিকেটাররা কিছুটা হলেও জাত চেনাতে পারছেন। মতি ত্রিপুরার অনবদ্য দুর্দান্ত বোলিং মৌচাকের ব্যাটার্সরা ২০০ রানের গন্ডি পেরোতে পারেনি। ইউনাইটেড বিএসটি-র ব্যাটার্সদের পক্ষে কিন্তু এটা একটা প্লাস পয়েন্ট হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলায় ইউনাইটেড বিএসটি ২ উইকেট এর ব্যবধানে মৌচাককে পরাজিত করে তৃতীয় ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জন হাসিল করে নিয়েছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকাল পৌনে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৩.৪ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৯০ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সিকান্দার কুমার সর্বাধিক ৫৭ রান পায় ৪১ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। সতীর্থ সমীর দেববর্মা দুই রানের জন্য অর্ধশতক মিস করে ৪৭ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। ইউনাইটেড বিএসটি-র মতি ত্রিপুরা ৪৩ রানে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, সৌরভ দাস পেয়েছে তিনটি উইকেট ২৯ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি ৩৫ ওভার খেলে আট উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে করণ সর্বাধিক ৫৬ রান পায় ৪৬ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। মৌচাকের সিকান্দর কুমার ৪৮ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে মতি ত্রিপুরা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে আজ হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে খোয়াই, সদর-বি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে আগামীকালও ৬ সাব ডিভিশনের ছয় মাঠে ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্র, শনি, রবিবার - তিনদিন বিরতির পর, আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) পুনরায় রাজ্যের ছটি সাব ডিভিশনে, ছয়টি মাঠে টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। বিশালগড়ে সদর বি খেলবে খোয়াই মহকুমা দলের বিরুদ্ধে। দু দলের পক্ষেই এটি তৃতীয় ম্যাচ। দুটি করে ম্যাচ জিতে দু”দলেরই লক্ষ্য রয়েছে আগামী কালের ম্যাচে জয়লাভের মধ্য দিয়ে হ্যাটট্রিক করার জন্য। লক্ষ্য রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার। প্রথম ম্যাচে সদর বি আট উইকেটের ব্যবধানে জিরানিয়াকে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে কাঞ্চনপুর কে ১৫৪ রানে পরাজিত করেছিল। একইভাবে খোয়াই প্রথম ম্যাচে আমবাসাকে পাঁচ উইকেটে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে জিরানিয়াকে নয় উইকেটে পরাজিত করেছে। তেলিয়ামুড়া মাঠে আমবাসা এবং কাঞ্চনপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। দু-দলের কাছে এটি দ্বিতীয় ম্যাচ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে দুদল-ই প্রতিপক্ষের কাছে হেরেছে। দুই দলেরই লক্ষ্য রয়েছে আগামীকাল প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে। কৈলাশহর মাঠে কমলপুর ও ধর্মনগর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। নিজেদের প্রথম খেলায় বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে পয়েন্ট ভাগ করে নিতে হয়েছিল। আগামীকাল লক্ষ্য রয়েছে জয়ের স্বাদ পেতে। ধর্মনগর মাঠে লংতরাইভ্যালি এবং তেলিয়ামুড়া পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। তেলিয়ামুড়ার পক্ষে এটি প্রথম ম্যাচ হলেও লংতরাইভ্যালী কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নামছে আগামীকাল। শান্তিরবাজার মাঠে বিলোনিয়া এবং সাব্রুম পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সাব্রুমের পক্ষে এটি প্রথম ম্যাচ হলেও বিলোনিয়া দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামছে প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে। সাব্রুম মাঠে আগামীকাল শান্তিরবাজার এবং অমরপুর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। শান্তির বাজারের লক্ষ্য রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার। তবে অমরপুর দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে প্রথম জয়ের স্বাদের লক্ষ্যে।

ফুটবলার অলক জমাতিয়ার প্রয়ানে ক্রীড়া মহলে শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গভীর শোকাহত হৃদয়ে জানাচ্ছে যে অলক জমাতিয়া, প্রতিভাবান ফুটবলার তথা ত্রিপুরা দলের গোলরক্ষক মঙ্গলবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। ওর এই অকাল প্রয়াণে ব্যথিত হৃদয়ে ওর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছে। ওর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা। ঈশ্বর ওর পরিবারকে এই সংকটময় মুহূর্তে অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠার ক্ষমতা প্রদান করুন এই প্রার্থনাও করা হয়েছে।

ওর পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১০০০০/-(দশ হাজার) টাকার ক্ষুদ্র আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে।

এছাড়াও যদি কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী ওর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক শ্রী তপন সাহার (৯৮৬২১১৬১৫১) সাথে যোগাযোগ করতে আবেদন করা হয়েছে। ফুটবলার অলক জমাতিয়ার অকাল প্রয়াণে টাউন ক্লাব এবং ক্রীড়া মহলের অনেকেই পৃথক পৃথক বার্তায় শোক জ্ঞাপন করেছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমসকে বিহারের জন্য একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত বলেছেন বিএসএসএ-এর মহাপরিচালক রবীন্দ্রন শঙ্করন

পাটনা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমসের সপ্তম সংস্করণ ৪ মে থেকে ১৫ মে পর্যন্ত হবে বিহারের ৫ টি শহরে। গেমসে ৮,৫০০ জনেরও বেশি ক্রীড়াবিদ এবং ১,৫০০ টেকনিক্যাল কর্মী অংশ নেবেন। ইভেন্টটি পাটনা, গয়া, নালন্দা, ভাগলপুর এবং বেগুসরাইতে অনুষ্ঠিত হবে, যা দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিহারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিহার রাজ্য ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের (বিএসএসএ) মহাপরিচালক রবীন্দ্রন শঙ্করন রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ক্রীড়া মর্যাদায় অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করে বলেছেন, 'এটি বিহার। আমরা কেবল ইতিহাস লিখি না,আমরা ইতিহাস তৈরিও করি। আজ আপনি যা দেখছেন তা আমাদের তৈরি করা ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায়,' আজ মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে শঙ্করন বলেছেন।

তিনি রাজ্যের দ্রুত ক্রীড়া উন্নয়নের কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁর নির্দেশনায়, আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখেছি, যার মধ্যে আটজন পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্তদের স্বীকৃতিও অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে ৩ জন বিহারের।'

এশিয়ান জুনিয়র টেনিস টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এশিয়ান টেনিস টুর্নামেন্ট এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। বাছাই খেলোয়াড়রা সাফল্যের লক্ষ্যে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। অষ্টম বাছাই আরব শুক্লার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজয় দর্শকদের অনেকেই অবাক হয়েছেন। টেনিস তারকা এশিয়ান জুনিয়র আসরে অবাছাই হলেও রাবিব আলীর দুর্দান্ত উত্থান চমক তৈরি করেছে। এশিয়ান ১৪ এবং আন্ডার রেংকিং জুনিয়র টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৫ মূল পর্বে এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে পৌঁছেছে। অনূর্ধ ১৪ বালকদের সিঙ্গেলসে অবাছাই রাবিব আলী ৬-২, ৬-০ সেটে উত্তরপ্রদেশের তারকা খেলোয়ার অষ্টম বাছাই আরব শুক্লাকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছে। আগামীকাল রাবিব আলী কোয়ার্টার ফাইনালে মধ্যপ্রদেশের ঋষিকেশ মানে-এর সঙ্গে মুখোমুখি হবে। এদিকে ঋষিকেশ বুধবারে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মীরেশ গির্ধানিকে ৬-০, ৬-০ সেটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। এছাড়া, বালকদের বিভাগে দ্বিতীয় বাছাই তথা থাইল্যান্ডের শান লাডঁযামর্ণ পানিচ, তেলেঙ্গানার কৃত্তিক পূজালাকে ৬-০, ৬-০ সেটে হারিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে প্রবেশ করেছে। অনূর্ধ ১৪ বালিকাদের সিঙ্গেলসে সেরা বাছাই খেলোয়াররা কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। তবে তুর্কমেনিস্তানের তৃতীয় বাছাই সালগাম ঈশানখুলিয়েভা এবার খেলায় নামেননি। আগামীকাল সকাল আটটা থেকে মালঞ্চ নিবাস এবং দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের দুটি টেনিস কোর্টেই টুর্নামেন্টের পরবর্তী ম্যাচগুলো শুরু হবে বলে রাজ্য টেনিস সংস্থার সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠল হান্সি ফ্লিকের দল

বার্সেলোনা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : নিজেদের মাঠে বড় হারের প্রতিশোধটা প্রায় নিয়েই নিচ্ছিল বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। সেগু গিগাসির হ্যাটট্রিকে আশা জাগালেও শেষ পর্যন্ত পারল না বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। নিজেদের মাঠে বড় জয়ের পর প্রতিপক্ষের মাঠে ম্রিয়মাণ থেকেও চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে চলে গেল হান্সি ফ্লিকের দল বার্সেলোনা।

কোয়ার্টার-ফাইনালের ফিরতি লেগে মঙ্গলবার রাতে ডর্টমুন্ডের মাঠে ৩-১ গোলে হারলেও, দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ চারের টিকিট পেয়েছে বার্সেলোনা। ২৪ ম্যাচ পর ও ২০২৫ সালে প্রথম হারের স্বাদ পেল বার্সেলোনা। গোলের জন্য ১৮টি শট নিয়ে ১১টি শট লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে ডর্টমুন্ড। আর বার্সেলোনার ৭টি শটের কেবল দুটি লক্ষ্যে ছিল।

নবম মিনিটে বক্সে পাসকেল গ্রসকে ফাউল করে স্বাগতিকদের পেনাল্টি উপহার দেন বার্সেলোনার গোলরক্ষক ভয়চেক স্ট্যান্সনি। স্পট কিক থেকে দলকে এগিয়ে দেন গিগাসি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অর্থাৎ ৪৯ মিনিটে কর্নারে রামির হেড থেকে বল পেয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন গিগাসি।এই গোলের ৪ মিনিট পরই আত্মঘাতী গোলে গতবারের রানার্সআপ ডর্টমুন্ড ব্যবধান ২-১ করে ফেলে। ফের্মিন লোপেসের পাস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই বল পাঠিয়ে দেন ডিফেন্ডার রামি। দুই লেগ মিলিয়ে তখন ৫-২ গোলে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা।৭৫ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন গিগাসি। বার্সেলোনার ডিফেন্ডার রোনাল্দ আরাউহো বক্সে বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে সেই বল পেয়ে গোলটি করেন গিনির এই ফরোয়ার্ড গিগাসি। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমি-ফাইনালে উঠল বার্সেলোনা। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে বায়ার্ন মিউনিখ অথবা ইন্টার মিলানের মুখোমুখি হবে তারা।অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে রুদ্ধশ্বাস লড়াই করে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমি-ফাইনালের টিকিট পেল পিএসজিপ্যারিস, ১৬এপ্রিল (হি.স.) : অ্যাস্টন ভিলা পার্কে মঙ্গলবার রাতে শেষ আটের ফিরতি লেগে ৩-২ গোলে জিতেও সেমিফাইনালে যেতে ব্যর্থ অ্যাস্টন ভিলা।দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৪ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সেমিফাইনালে গেল পিএসজি। প্রথম লেগে ৩-১ গোলে জিতেছিল তারা।

প্রথম লেগে পরাজিত অ্যাস্টন ভিলা মঙ্গলবার রাতে ঘরের মাঠ ভিলায় প্রথম হাফেই দুটি গোল হজম করে। এর ফলে দুই লেগ মিলিয়ে পিএসজি এগিয়ে যায় ৪ গোলে। এরপর, দুর্দান্ত ভাবে ম্যাচে ফেরে অ্যাস্টন ভিলা। বিরতির আগে এবং বিরতির পর ৩ বার পিএসজির জালে বল পাঠিয়ে পিএসজিকে চিন্তায় ফেলে ভিলা। কিন্তু বাকি সময়েও আক্রমণ করেও তারা ব্যবধান ঘোচাতে পারল না। শেষ পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ভিলার কাছে হেরেও পিএসজি চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমি-ফাইনালে পৌছে গেল।আশরাফ হাকিমি ও নুনো মেন্দেস পিএসজির হয়ে গোল করেন। ভিলার হয়ে ৩টি গোল করেন ইউরি টিয়েলেমানস , ম্যাকগিন ও কন্সার। টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমি-ফাইনালে জায়গা করে নেওয়া পিএসজি সেমি ফাইনালে আর্সেনাল অথবা রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলবে।

১ম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে চলমানকে হারিয়ে জয়ের মুখ দেখলো বিসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চলমান সংঘ - ৮৮
বি সি সি - ৯১/৬

সহজ ম্যাচকে কঠিন করে জিতলো বি সি সি। বুধবার বি সি সি ৪ উইকেটে পরাজিত করে চলমান সংঘকে। সুভাষ চক্রবর্তী এবং অর্কজিৎ দাসের দুরন্ত বোলিংয়ে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চলমান সংঘের গড়া ৮৮ রানের জবাবে বি সি সি ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের সুভাষ এবং অর্কজিত চারটি করে উইকেট দখল করেন। বুধবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চলমান সংঘ মাত্র ৮৮ রান করতে সক্ষম হয়। সুভাষ এবং অর্কজিতের ভেলকিতে কার্যত কুপোকাৎ হয়ে পরেন চলমান সংঘের বেটারসরা। দলের পক্ষে সম্রাট সিনহা কিছুটা প্রতিরোধ করে তুলেন। নতুবা দলীয় স্কোর সম্ভবত ৫০ রানের গণ্ডি পার হতো না। সম্রাট ৪৩ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে বিশাল চৌহান ১৫ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। বি সি সি-র পক্ষে সুভাষ চক্রবর্তী আট রানে , আর্কজিৎ দাস ১৯ রানে চারটি করে এবং আরজু চৌহান ১৭ রানের দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বি সি সি ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অভিষেক সিং ২৩ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, গোবিন্দ সাহা ২১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং শঙ্খনীল সেনগুপ্ত ২৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১১ রান। চলমান সংঘের পক্ষে দেবপ্রসাদ সিনহা ২৯ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন।

NOTICE INVITING e-TENDER

No.F.5-II(1)/Store/Factor/Med/DHS/2024-25(Sub-I) Dated 11/04/2025

A medicine (Anti Haemophilic Drugs or Factor Injection) Tender is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Government of Tripura from resourceful, experienced and bona fide, renowned licensed Manufacturer or Importer for procurement of "Medicine" for the year 2023- 2024 (Rate contract two years) under the HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TRIPURA.,"
The details of tender are available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/ time of submission of the tender documents by online is 23/04/2025 up to 4:00 pm.

ICA/C-175/25

I/C, Director of Health Services
Govt. of Tripura, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

NO: SP(Gomati)/PNIT/02/2024-25.

The Supdt. of Police (Gomati), Udaipur, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate e-tender from the eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/THCB/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD for the following works:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost (In Rs)	Earnest Money (In Rs)	Bid Fee (In Rs)	Last Date & Time For Online Bidding
1	Mtc. of O.C residence barrack no.5 full wall of size (40'X20') with tubular truss, GCI sheet roofing, ceiling etc. at Tulamura O.P, under SP Gomati, Udaipur DNIT No. (F.11(6-6)/SP/GD/ DNIT/05/25	Rs. 6,99,540	Rs. 13,991	Rs. 1000	Upto 5.00 PM on 29/04/2025
2	Mtc. of barrack no.6 full wall of size (40'X20') with tubular truss, GCI sheet Up to 5.00 P.M on 29/04/2025 roofing, ceiling etc. at Tulamura O.P, under SP Gomati, Udaipur. DNIT No. (F.11(6-6)/SP/GD/ DNIT/06/25)	Rs. 5,41,332	Rs. 10,827	Rs. 1000	Upto 5.00 PM on 29/04/2025
3	Mtc. of officers barrack full wall of size(40'X20') with tubular truss, GCI sheet roofing, ceiling etc. in/c provision for sentry post at Tulamura O.P, under SP Gomati, Udaipur. DNITNO.(F.11(6-6)/SP/GD/ DNIT/07/25)	Rs. 7,48,264	Rs. 14,985	Rs. 1000	Upto 5.00 PM on 29/04/2025

2. Last date and time for document downloading and bidding is on 29/04/2025 upto 5.00 PM and opening of bid at 11.00 AM on the next day i.e. 30/04/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
3. The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal: https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to spgomati@tripurapolice.nic.in

ICA/C-185/25

Supdt. of Police (Gomati),
Udaipur, Tripura.

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র বিরুদ্ধে সরব অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি, বিকল্প শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। জাতীয় শিক্ষানীতির (২০২০) বিরুদ্ধে সরব হল অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে কমিটির প্রতিনিধিরা। সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষানীতিকে "জনবিরোধী" এবং "শিক্ষার প্রাণসত্তা হরণকারী" আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমিটির সদস্যরা জানান, এই নীতির মাধ্যমে সারা দেশে, এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যেও, শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কোনও শিক্ষাবিদ বা বুদ্ধিজীবীর মতামত না নিয়েই, সংসদে আলোচনা ছাড়াই, কেবল মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই নীতি চাপিয়ে দিয়েছে। এই নীতি ভারতের নবজাগরণ নেতাদের শিক্ষাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে দাবি করা হয়।

তারা অভিযোগ তোলেন, শিক্ষার আর্থিক দায় কেন্দ্রীয় সরকার এড়াতে চাইছে। পূর্ববর্তী শিক্ষা কমিশনগুলোর সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্তত ১০ শতাংশ এবং জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষায় বরাদ্দ করার কথা থাকলেও, বর্তমান বাজেটে তা কমে যথাক্রমে ২.৫ শতাংশ এবং ৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এর ফলে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে।

তারা আরও জানান, ইউজিসি-র খসড়া রেগুলেশন ২০২৫ অনুযায়ী, সমস্ত রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এনটিএ পরিচালিত সিইউইটি, এনইইটি, এনইটি-র মাধ্যমে শিক্ষাকে ক্রমশ কেন্দ্রীভূত করে কোচিং সেন্টার নির্ভর বানানো হচ্ছে, যা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্রদের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিচ্ছে।

কমিটির তরফে আরও বলা হয়, ত্রিপুরা রাজ্যে চালু 'বিদ্যাজ্যোতি' প্রকল্প জাতীয় শিক্ষানীতিরই অনুসারী। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫১১টি স্কুল ধাপে ধাপে বন্ধ হয়ে গেছে এবং ১২৫টি স্কুল ত্রিপুরা বোর্ড থেকে সিবিএসই-তে স্থানান্তরিত হচ্ছে, যার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। ইংরেজি মাধ্যম চালু হলেও তার উপযুক্ত পরিকাঠামো বা শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। উপরন্তু, শিক্ষার অধিকার আইন লঙ্ঘন করে পড়ুয়াদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতায় অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি একটি বিকল্প শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করেছে। আগামী ৯ মে, রবীন্দ্রজয়ন্তীতে, দেশের সমস্ত রাজধানী শহর থেকে এই খসড়া প্রকাশ করা হবে। এরপর কয়েক মাস ধরে দেশব্যাপী মতামত সংগ্রহের মাধ্যমে এই খসড়াকে আরও পরিপূর্ণ করা হবে।

কমিটি জানায়, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাঙ্গালোরে একটি জাতীয় স্তরের "জনগণের সংসদ" আয়োজিত হবে, যেখানে বিকল্প শিক্ষানীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হবে এবং তা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে রূপায়ণের দাবি জানানো হবে।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানানো হয়।

মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে সস্ত্রীক পূজা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। নববর্ষের প্রথম দিনে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে সস্ত্রীক পূজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিন তিনি মায়ের কাছে রাজ্যবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনা করেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে ত্রিপুরাবাসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা ত্রিপুরাসুন্দরীর দর্শন ও পূজার্চনা করে সৌভাগ্য হয়। মা'য়ের নিকট সকল রাজ্যবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনা করেন তিনি।

পাশাপাশি, এদিন তিনি নববর্ষের প্রথম দিনে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির পরিসরে একটি জাম গাছের চারা রোপণ করেন। তিনি বলেন পরিবেশকে সুস্থ ও নির্মল রাখতে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব অপরিহার্য।

নববর্ষে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। নববর্ষের শুভক্ষণে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব পৌঁছান ত্রিপুরার বিখ্যাত তীর্থস্থান মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে।

সেখানেই তিনি মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর পণ্য দর্শন করেন এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন সকলের মঙ্গল কামনায়।

তিনি বলেন, "ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের কৃপায় সকলের জীবন হোক মঙ্গলময়। আসুন এই নববর্ষে আমরা একে অপরের সুখ-সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের কামনা করি।" পাশাপাশি তিনি বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান।

তবে শুধু বাংলা নববর্ষ নয়, সাংসদ দেব তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় চাকমা সম্প্রদায়ের বিজু, ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বিসু এবং অহমীয়া সম্প্রদায়ের বিহু উৎসবেরও শুভেচ্ছা জানান। নিজের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, "এই উৎসবগুলির মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হয়। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদে প্রতিটি মানুষের জীবন সুখ ও শান্তিতে ভরে উঠুক।"

ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র এবং ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখার বার্তাও দেন তিনি এই শুভ মুহূর্তে।

পানীয় জলের দাবিতে সড়ক অবরোধে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। দীর্ঘদিন ধরে প্রচন্ড পানীয় জলেট কষ্টে ভুগছেন এলাকাবাসী। একাধিকবার প্রশাসনের নিকট সমস্যা সমাধানের আর্জি জানালেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই আজ বাধ্য হয়ে পানীয় জলের দাবিতে উদয়পুর মহকুমার কিল্লা-উদয়পুর রাস্তার নোয়াবাড়ি এলাকায় গ্রামবাসীরা অবরোধে বসেন। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, যাত্রীরা চরম দূর্ভোগের শিকার হয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন নোয়াবাড়ি এলাকায় গ্রামবাসীরা। একাধিকবার সমস্যা সমাধান করতে প্রশাসনের নিকট আর্জি জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়না।

তাই আজ বাধ্য হয়ে ভোর থেকে উদয়পুর মহকুমার কিল্লা-উদয়পুর রাস্তার অবরোধে সামিল হয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর পানীয় জলের পরিষেবা প্রদান করা হোক।

এদিকে, অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং দ্রুততার সহিত সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

মূখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে ত্রিশজন মহিলার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

বিশালগড়, ১৬ এপ্রিল : মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিয়মিতভাবে দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে চলেছে। এই ধারাবাহিকতায় মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশনের উদ্যোগে ত্রিশজন মহিলাকে বাঁশজাত সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বিশালগড় মহকুমার রাউৎখলা পঞ্চায়েতে এক মাসব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় 'ক্রিয়েটিভিটি ক্রাফট ওয়ার্ল্ড'-এর ব্যবস্থাপনায়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ধরনের বাঁশের হস্তশিল্প, গৃহস্থালী সামগ্রী এবং শৌখিন জিনিসপত্র তৈরির কৌশল রপ্ত করেন।

এক মাসের প্রশিক্ষণ শেষে বুধবার আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে ত্রিশজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলার হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতসী দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শঙ্কর সাহা, রাউৎখলা পঞ্চায়েতের প্রধান ঝুমা রাণী সাহা এবং 'ক্রিয়েটিভিটি ওয়ার্ল্ড'-এর কর্ণধার লব চক্রবর্তী।

বক্তারা প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এই ধরনের প্রকল্প মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং ভবিষ্যতে তারা নিজেদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে সক্ষম হন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে জানান, তারা এখন নিজেরাই কিছু করার সাহস পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে নিজেদের পণ্য বাজারজাত করার পরিকল্প নাও করছেন।

বুইসু উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের নাগরিকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল: বুইসু উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের নাগরিকদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তিনি শুভেচ্ছা বার্তায় লেখেন, ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের সকল প্রিয়জনকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। এই উপলক্ষ্যে, রাজ্য জুড়ে আয়োজিত তিন দিনের ঐতিহ্যবাহী 'বুইসু মেলা' সম্পর্কে জেনে আনন্দিত। রাজ্যের সাংস্কৃতিক গর্বকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এই উৎসবে সবাইকে শুভেচ্ছা।

তিনদিনের এই উৎসবের প্রতিটি উপাদান যেভাবে আমাদের সংস্কৃতিতে গেঁথে আছে তা বিস্ময়কর। প্রকৃতির আরাধনা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা, প্রতিবেশী ও পরিবারের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে এই উৎসব উদযাপন, সম্প্রদায়ের খাবার, ঐতিহ্যবাহী নাচ-গান এবং প্রবীণদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে নববর্ষের সূচনা করার ঐতিহ্য, এই সব ভাব আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।

আমি আনন্দিত যে এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করার সুযোগ পাচ্ছি। এছাড়াও বুইসুর মতো উৎসবগুলিও আমাদের 'এক ভারত, সেরা ভারত'-এর চেতনাকে শক্তিশালী করে। এই উতবগুলি বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের ঐক্যের প্রতীক, বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ভ্রাতৃত্বের প্রচার করে।

তিনি আরও লেখেন,এই উৎসবের বার্তাকে ধারণ করে জাতির অগ্রযাত্রায় অবদান রেখে এগিয়ে যেতে হবে। সম্মিলিত শক্তিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি উন্নতির নতুন উচ্চতা স্পর্শ করবে বলে আমার পূর্ণ বিশ্বাস। এই নববর্ষ ত্রিপুরার সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক এই কামনা করি। আবারো নববর্ষের অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

গোপালনগরে দিনের আলোতে গরু জবাই, ধর্মীয় উত্তেজনার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। মোহনপুরের গোপালনগর এলাকায় বুধবার এক সংবেদনশীল ঘটনার সূত্রপাত হয়, যখন দিনের আলোতে মুসলিম পাড়ার একটি বাড়িতে গরু জবাইয়ের দৃশ্য সামনে আসে। জায়নাল মিয়ার বাড়ির উঠোনে এই গরু জবাইয়ের ঘটনা ঘটে, যা স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, গোপালনগর এলাকায় অধিকাংশ বাসিন্দাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। এমন এলাকায় গরু জবাইয়ের ঘটনাটি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু হিন্দু যুবক ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং গরুর মাংস কাটার দৃশ্য দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

অভিযোগ উঠেছে, এই কাজের নেতৃত্বে ছিলেন পাড়ার আবু মিয়া। তবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আগেই তিনি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। উপস্থিত ছিলেন সঞ্জিত দেবনাথ নামক এক হিন্দু যুবক, যার কাছ থেকে গরুটি সংগ্রহ করা হয়েছিল বলেও জানা গেছে।

উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন শাসকদলের স্থানীয় নেতা অজয় দেব, নির্মল দেব, বিকাশ দাস প্রমুখ। এলাকা পরিদর্শন করেন এলাকার বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি এলাকাবাসীকে শান্ত থাকার বার্তা দেন এবং প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয় পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী।

ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ কালিম নামের এক বিএসএফ জওয়ান, যিনি উর্দি পরিহিত অবস্থায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকায় সন্দেহ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। তারা প্রশ্ন তোলেন, সরকারি দায়িত্বে থাকা অবস্থায় তিনি কেন এমন একটি স্পর্শকাতর ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দাবি, গোহত্যার সঙ্গে জড়িত প্রকৃত দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং বিএসএফ জওয়ান মহম্মদ কালিমের বিরুদ্ধেও যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকার পরিস্থিতি এখনো থমথমে। প্রশাসন সবসময় পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ আধিকারিকরা।

নববর্ষে মাছ, মাংস,দই সহ নানান রকমের মিষ্টির চাহিদা বেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। বাঙালির বর্ষপরিক্রমার প্রথম এবং প্রধান উৎসব 'নববর্ষবরণ'। বঙ্গাব্দের সূচনায় বাঙালি নতুন বছরকে বরণ করে নিতে আয়োজন করে নববর্ষবরণ উৎসব। আমাদের সমাজের মানুষের ধারনা বছরের প্রথম দিন ভালো কাটলে সারা বছর ভালো কাটবে।

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা শহরের বাজার গুলোতে মাছ, মাংস,দই সহ নানান রকমের মিষ্টির চাহিদা রয়েছে বেশ ভালই। আগরতলা সহ রাজ্যের প্রতিটি বাজারে ইলিশের ছাড়াও অন্য মাছ ও মাংস দেদারছে বিক্রি হচ্ছে। ওজন মোটামুটি দেড় কেজি থেকে দুই কেজির মধ্যে রয়েছে ইলিশ। প্রতি কেজি ইলিশ মাছ ১৫০০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে।

নববর্ষ উপলক্ষে প্রতিটি বাজারে ইলিশের ছাড়াও অন্য মাছ ও মাংস দেদারছে বিক্রি হচ্ছে।

খোয়াইয়ে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি, অভিযুক্ত মদ্যপ অবস্থায় হামলা চালায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৬ এপ্রিল।। খোয়াই জেলার দক্ষিণ সিঙ্গিছড়া এলাকায় ছুরিকাঘাতের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা মোহন আচার্য্য (৩৯) এক যুবকের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন। অভিযুক্ত মন্টু কর্মকার নামের ওই যুবক মদ্যপ অবস্থায় এ হামলা চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, পুরনো শত্রুতার জেরে প্রথমে দা নিয়ে হামলার চেষ্টা করে মন্টু। তবে দুই পরিবারের লোকজনের হস্তক্ষেপে প্রথম দফায় বিপদ এড়ানো গেলেও, মোহন আচার্য্যকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়ার সময় আচমকা ভোজালি দিয়ে তার বুকে আঘাত করে অভিযুক্ত।রক্তাক্ত অবস্থায় মোহন আচার্য্যকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে দ্রুত আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

আহতের স্ত্রী অভিযোগ করেছেন, মন্টু কর্মকার দক্ষিণ সিঙ্গিছড়ার একজন কুখ্যাত অপরাধী। দীর্ঘদিন ধরেই তার উপদ্রবে অতীষ্ট এলাকাবাসী। তিনি জানান, পূর্বে তাদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতেই মন্টুকে জেলে যেতে হয়েছিল এবং এই হামলা ছিল সেই ঘটনার প্রতিশোধ। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মন্টুর বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ থাকলেও সে বারবার ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে, যা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের রাস্তার বেহাল দশা, টমটম উল্টে আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি বর্তমানে চরম দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ভাঙাচোরা, জলমগ্ন এবং ড্রেনবিহীন এই রাস্তাটি প্রতিদিনের যাতায়াতকে পরিণত করেছে এক দুর্বিষহ অভিজ্ঞতায়।

বুধবার সকালে ওই রাস্তায় একটি টমটম উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় আহত হন অন্তত চারজন। আহতদের মধ্যে একজন সদ্য চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে ছিলেন, অপরদিকে দুজন ছিলেন প্রবীণ নাগরিক, যাঁরা বয়সজনিত কারণে চলাফেরায় দুর্বল। প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্যোগে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। বৃষ্টির ফলে রাস্তার নিচে থাকা গর্তগুলো ঢেকে যাওয়ায় সেগুলো অদৃশ্য হয়ে পড়ে, যার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা মেরামতের দাবি জানানো হলেও প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থা কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

প্রসঙ্গত, গত বর্ষা মৌসুমে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের বাউন্ডারি ওয়াল ধসে পড়েছিল। পরে নির্মাণকাজ শুরু হলেও তা কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় থাকা এই নির্মাণ কাজের জন্য রাস্তাঘেঁষা ড্রেনও বন্ধ হয়ে আছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে, যার ফলে রোগী ও সাধারণ মানুষ পড়ছেন ভোগান্তির মুখে। টমটম চালকদের অভিযোগ, প্রতিদিন রোগী নিয়ে যাতায়াতের সময় তাঁরা চরম ঝুঁকি নিচ্ছেন। রাস্তার গর্ত ও জলমগ্ন অবস্থার কারণে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটছে প্রায়শই। স্থানীয়দের মতে, এটি শুধু অবকাঠামোগত ব্যর্থতা নয়, বরং মানুষের মৌলিক অধিকার ও জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রশাসনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে বিধায়কের উদ্যোগে টেট ওয়ান ও ট্যাট টু পরীক্ষার্থীদের জন্য মক টেস্টের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ এপ্রিল।। আসন্ন টেট ওয়ান এবং ট্যাট টু পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি আরও জোরদার করতে এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন রাজ্য বিধানসভার সদস্য যাদব লাল দেবনাথ।

৫৫-নং বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে টেট ওয়ান ও ট্যাট টু পরীক্ষার্থীদের জন্য এক মাসব্যাপী মক টেস্টের আয়োজন করা হয়েছে।

এই মক টেস্টে আজ প্রায় ৩০০-রও অধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জেলা থেকেও বহু পরীক্ষার্থী এতে অংশ নেন।

বিধায়ক জানান, এই উদ্যোগে চারজন অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে মক টেস্টে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করছেন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও কোনওরকম অর্থ গ্রহণ করা হয়নি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে যাদব লাল দেবনাথ বলেন, 'অর্থের অভাবে আমি নিজে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাই আমি চাই বর্তমান প্রজন্ম যেন সেই সমস্যার সম্মুখীন না হয়। তাদের পাশে দাঁড়ানোই আমার লক্ষ্য।'এই মক টেস্টের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির মান আরও উন্নত হবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন বিধায়ক সহ উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই উদ্যোগে প্রশংসার সুর শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে।

খোয়াইয়ের বেলফাঙে ড্রাগস সহ ধৃত দুই পাচারকারী, উদ্ধার গাড়ি ও মাদক

খোয়াই, ১৬ এপ্রিল: বাংলা নববর্ষের দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনায় খোয়াই জেলার বেলফাঙ এলাকায় ড্রাগস সহ দুই পাচারকারীকে আটক করল পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে পুলিশের জালে ধরা পড়ে ওই দুই ব্যক্তি। জানা গেছে, মঙ্গলবার আনুমানিক দুপুর ২টা নাগাদ একটি সন্দেহজনক গাড়িকে থামিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় প্রায় ৬ গ্রাম ড্রাগস ও একটি গাড়ি, যা পাচারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল বলে অনুমান করছে পুলিশ।

খোয়াই থানার পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা খোয়াই অভিমুখে আসছিলেন। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্বনাথ রবিদাসের প্রয়াণে 'আমরা বাঙালী' দলের অপূরণীয় ক্ষতি

কমলপুর, ১৫ এপ্রিল: কমলপুর মহাকুমার বর্ষীয়ান রাজনীতিক ও 'আমরা বাঙালী' দলের দীর্ঘদিনের নিবেদিত কর্মী বিশ্বনাথ রবিদাস প্রয়াত। গত ১লা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) রাত ১১টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন। ২০১৪ সালে বিশ্বনাথ রবিদাস সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 'আমরা বাঙালী' দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এছাড়াও তিনি কমলপুর মহকুমার দুর্গা চৌমুহনী এলাকার আর.ডি. ব্লকের সচিব হিসেবে বহু বছর দায়িত্ব পালন করেন।

'আমরা বাঙালী' দলের হয়ে এ.ডি.সি. আইনের বিরোধিতা করায় তাঁকে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ১৪ দিনের জন্য কারাগারে পাঠায়। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান।

বিশ্বনাথ রবিদাসের প্রয়াণে 'আমরা বাঙালী' দলের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। দলের নেতারা বলেছেন, তাঁর মৃত্যুতে দল এক অকল্পনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন দলের সর্বস্তরের সদস্যরা।

সাব্রুম কলেজে ড. বি. আর. আম্বেদকর জয়ন্তী উদযাপন

সাব্রুম, ১৬ এপ্রিল: সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর যৌথ উদ্যোগে ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়।

অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং শুভারম্ভ ঘোষণা করেন। উপস্থিত ছিলেন এনএসএস ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক অরূপ পাটারী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানা ড. উমা বেগম, অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

অধ্যাপক পাটারী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'ভীমরাও আম্বেদকর সমাজের সমস্ত অপমান এবং লাঞ্ছনা সহ্য করেও পড়াশুনা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর জীবনযাপন আজকের যুবসমাজের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠুক।'

অধ্যাপিকা ড. উমা বেগম উপস্থিত সকলকে আম্বেদকরের জীবনী পড়ার আহ্বান জানান এবং আত্মচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। কলেজের অধ্যক্ষ ড. গুহ বলেন, 'মানসিক দৃঢ়তা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা মানুষকে দারিদ্রতা ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে সাহায্য করেএটি ড. আম্বেদকরের জীবন থেকেই শেখার বিষয়।'

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করছে দ্য "প্ল্যাটিনাম" এক্সপিরিয়েন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। এই বছর "অক্ষয়-তৃতীয়া" থেকে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স তাদের গয়নার সম্ভারে যোগ করছে উজ্জ্বল এবং চোখ ধাঁধানো প্ল্যাটিনাম গয়নার সম্ভার।

প্ল্যাটিনাম এমন এক বিরল ধাতু যার মজবুতি ও স্থায়িত্বের জন্য এটি বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠেছে। এই সব বৈশিষ্ট্যর কারণে এবং সোনার মতো এটি ত্বক বান্ধব ধাতু হওয়ায় প্ল্যাটিনাম এর গয়না বা হীরে বসানো প্ল্যাটিনামের গয়না আজকের প্রজন্মের কাছে খুব পছন্দের কালেকশন।

পিজিআই প্ল্যাটিনাম জুয়েলারির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর মহেন্দ্র সিং ধোনি যেমন তাঁর সিগনেচার স্টাইলে ব্যাটিং করেন, ঠিক তেমনই "এমএস ধোনি সিগনেচার এডিশন"-এর প্রতিটি প্ল্যাটিনাম গয়নাই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও "এমএসডি"-এর স্বাক্ষরিত।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর আগরতলা শাখায় আগামী ২২ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবে প্ল্যাটিনাম গয়নায় এক 'স্পেশাল ইনভিটেশন অফার' ও স্পেশাল প্রিভিউ চলবে, যেখানে প্ল্যাটিনাম গয়নার দাম (ঘষ্টুঞ্চ) এর ওপর ৭ উৎসব ডিসকাউন্ট চলবে। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো এই উৎকৃষ্ট মানের প্ল্যাটিনাম গয়নার সম্ভার এখন সোনার চেয়েও সস্তা।

হোটেল পোলো টাওয়ারে এক বিশেষ প্রিভিউতে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা ও রূপক সাহা এই এক্সক্লুসিভ প্ল্যাটিনাম গয়না সম্ভারের উদ্বোধন করেন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের তরুণ মুখ এবং মিস্টার ইন্ডিয়া খেতাব জয়ী মিঠুন দেববর্মা এদিন পুরুষদের প্ল্যাটিনাম গয়নায় নিজেকে সকলের সামনে মেলে ধরেন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এক্সক্লুসিভ কালেকশন সকলের কাছে এক বিশেষ চমক।

'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের সংগ্রহের এই প্ল্যাটিনাম গয়না পরে এক দুর্দান্ত অনুভূতি হচ্ছে। প্ল্যাটিনামের গয়নার নিজস্ব গুণে আপনার ব্যক্তিত্বও নিশ্চয় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,' বলেন মিঠুন দেববর্মা। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas